বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>330 >>29 Vadra 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ৩৩০ >> << ২৯শে, ভাদ্র ১৪৩০>>

ভারতে সংসদের বিশেষ অধিবেশনে বাধ্যতামূলক হাজিরা নিয়ে এমপিদের হুইপ বিজেপির, জল্পনা বিরোধী মহলে

নয়া দিল্লি : সোমবার ১৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে ভারতের সংসদের পাঁচ দিনের বিশেষ অধিবেশন। বিরোধীদের প্রবল চাপের মুখে বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর রাতে লোকসভার সচিবালয় বিশেষ অধিবেশনের সূচি প্রকাশ করেছে। তাতে বলা হয়েছে, সংসদের ৭৫ বছর নিয়ে আলোচনা হবে অধিবেশনে। এছাড়া নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ এবং ডাকঘর সংশোধনী বিল পাশ করানো হবে লোকসভায়। রাজ্যসভায় বিলগুলি আগেই পাশ হয়েছে। এদিকে, বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর বিজেপির লোকসভার দলনেতা রাজেশ সিং তিন লাইনের হুইপ জারি করেছেন দলের এমপিদের উদ্দেশে। তাতে বলা হয়েছে বিশেষ অধিবেশনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হবে। বিজেপির সব সাংসদকে ১৮ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, এই পাঁচ দিন সংসদে উপস্থিত থেকে সরকারের অবস্থানকে সমর্থন করতে হবে। সংসদের আলোচ্য সূচির সঙ্গে শাসক দলের হুইপকে অনেকেই মেলাতে পারছেন না। কারণ, যে সূচি লোকসভার সচিবালয় প্রকাশ করেছে তাতে বড় ধরনের বিতর্কের অবকাশ নেই একমাত্র নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ সংক্রান্ত বিলটি বাদে। ওই বিল বিরোধীরা সমর্থন করবে না, আগেই জানিয়ে দিয়েছে।

বাজার দর
SENSEX : 67838.63 +319.63
NIFTY : 20192.35 +89.25

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
28.00 °c	24.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17 .51 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05 .35 টা

গহনার বাজার
সোনা (বিক্রী) 56,850 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 59,690 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 82,000 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কর্মরতা মহিলারা বিবাহবিচ্ছেদের মামলায় সঠিক রোজগার না জানালে পাবেন না খোরপোশ : দিল্লি হাইকোর্ট

নয়াদিল্লি (এজেন্সী) : বিবাহবিচ্ছেদের মামলার ক্ষেত্রে মহিলারা যদি নিজের সঠিক উপার্জন আদালতের কাছে পেশ না করেন, তাহলে তাদের খোরপোষ পাওয়ার অধিকার থাকবে না। এক মহিলার দায়ের করা বিবাহবিচ্ছেদের মামলার শুনানির ক্ষেত্রে এমনটাই জানাল দিল্লি হাইকোর্ট। দিল্লি হাইকোর্টের সিঙ্গেল বেঞ্চের বিচারপতির বিকাশ মহাজন তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছেন, অভিযোগকারী মহিলা উচ্চশিক্ষিত এবং উপার্জনক্ষম হওয়া সত্ত্বেও নিজের রোজগারের সঠিক অঙ্ক আদালতকে জানাননি। ওই মহিলা পারিবারিক আদালতের খোরপোষ সংক্রান্ত একটি রায়কে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তার বিয়ে হয়েছিল ২০১৪ সালের ২১ এপ্রিল। কিন্তু বিয়ের কয়েক মাসের মধ্যেই বনিবনা না হওয়ার কারণে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেছিলেন তার স্বামী। মহিলা আগে চাকুরিরতা হলেও ২০১৫ সালের ২২ মে সেই চাকরি থেকে ইস্তফা দেন। যদিও পরবর্তীতে দম্পতি নিজেদের মনোমালিন্য মিটিয়ে ফেলেন এবং একসঙ্গে থাকতে শুরু করেন। ২০১৬ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি বিবাহবিচ্ছেদের মামলা প্রত্যাহার করে নেন তারা। কিন্তু কিছু মাস পরে মহিলা পুলিশের কাছে স্বামীর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ দায়ের করেন। তার কয়েকদিনের মধ্যেই অভিযোগকারী মহিলার স্বামী ফের বিবাহবিচ্ছেদের মামলা দায়ের করেন। এরপরেই মাসে ৩৫ হাজার টাকা খোরপোষ চেয়ে বসেন ওই মহিলা। সেই মামলার শুনানিতে আদালত তার পর্যবেক্ষণে জানিয়েছে, মহিলা বিবাহের সময় এমফিল ডিগ্রিধারী ছিলেন এবং তারপর তিনি ম্যানেজমেন্টে পিএইচডি করেছেন। কম্পিউটার সংক্রান্ত পেশাদারি জ্ঞান রয়েছে তার। যেখানে তিনি নিজে এতখানি উচ্চশিক্ষিতা, সেখানে তার স্বামী শুধুই একজন স্নাতক। আদালত জানিয়েছে, এমন কোনও বাধ্যবাধকতা নেই যে একজন ব্যক্তি শুধুমাত্র যোগ্য বলে তাকে কাজ করতেই হবে। কিন্তু এই মামলার ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকার পাশাপাশি আবেদনকারী কাজও করছেন। 'যোগ্যতা' এবং 'প্রকৃত উপার্জন'-এর মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এটি এমন একটি মামলা যেখানে আবেদনকারী যে শুধুমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন তাই নয়, নথি থেকে স্পষ্ট যে তিনি কর্মরতা। বিচারপতি জানিয়েছেন, আবেদনকারী যে শুধুই উচ্চশিক্ষিতা এবং উপার্জন করতে সক্ষম, তাই নয়, তিনি প্রকৃতপক্ষেই উপার্জন করছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি তার আয়ের ব্যাপারে সঠিক তথ্য আদালতকে জানাননি। এমন একজন কোনওভাবেই খোরপোষ পাওয়ার অধিকারী নন। গার্হস্থ্য হিংসার বিরুদ্ধে নারীকে সুরক্ষা প্রদানের আইন অনুযায়ী আবেদনকারী যে খোরপোষের দাবি করেছেন, তার কোনও ভিত্তি নেই। তাই এই আবেদনও নিষ্প্রয়োজন, জানিয়েছে আদালত। এরপরেই অভিযোগকারী মহিলার খোরপোষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছেন বিচারপতি।

৫৭ হাজার কোটির প্রকল্পের আশ্বাস নিয়ে আসন্ন বিধানসভা ভোটের আগে ভারতের দুই রাজ্যে প্রচারে প্রধানমন্ত্রী

নয়া দিল্লি : রাজধানী দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর সারা দিন পাঁচ রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কৌশল নিয়ে ম্যারাথন বৈঠকের পরদিন বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর মধ্য প্রদেশ ও ছত্তীসগড়ে প্রচার করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বৃহস্পতিবার দুই রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর ঝটিকা সফরসূচিতে রয়েছে একাধিক সরকারি অনুষ্ঠান এবং দুটি জনসভা। নির্বাচনী প্রচারের কৌশল মেনেই প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার দুই রাজ্য মিলিয়ে মোট ৫৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণা করবেন।
প্রকল্প ঘোষণার সরকারি অনুষ্ঠানে মধ্য প্রদেশের বিজেপি মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান উপস্থিত থাকবেন। তবে ছত্তীসগড়ে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের থাকা নিয়ে সংশয় আছে। গত অগাস্ট মাসে রাজস্থানে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে বিরোধীদের আক্রমণ করা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। মঞ্চে আসীন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট অনুষ্ঠান শেষে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বিবৃতি দেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তুতি থেকে স্পষ্ট পুরোদস্তুর নির্বাচনী প্রচারের লক্ষ্যেই তার বৃহস্পতিবারের এই সফর।
বিজেপি সূত্রের খবর, দুই রাজ্যেই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিজেপির কিছু প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হতে পারে। গত মাসে ছত্তীসগড়, মধ্য প্রদেশের সঙ্গে রাজস্থানেরও একদফা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি শিবির। কর্নাটক থেকে শিক্ষা নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। গত মার্চে কর্নাটক বিধানসভার নির্বাচনে ভোটের আগে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করায় গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব সামাল দেওয়া যায়নি। টিকিট না পেয়ে দল ছাড়েন অনেক নেতা। বিজেপি পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন নিয়ে তাই আগেভাগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়ে আগাম ক্ষোভবিক্ষোভ সামাল দিতে চাইছে, এমনই মত বিজেপির।
রাজস্থানে বুধবারই এক প্রবীণ বিজেপি নেতাকে বহিষ্কার করেছে দল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বসুন্ধরা রাজের ঘনিষ্ঠ ওই বিজেপি নেতা প্রার্থী তালিকা নিয়ে লাগাতার প্রশ্ন তুলছিলেন। উল্লেখ্য, রাজস্থানে কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী গেহলট ও প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী শচীন পাইলটের বিবাদ এখন অনেকটাই মিটেছে। অন্যদিকে, মাথাচাড়া দিয়েছে বিজেপি শিবিরের অসন্তোষ। পরিস্থিতি এতটাই খারাপ যে নির্বাচন সংক্রান্ত কমিটিতে বিজেপি প্রথম সারির পদাধিকারীদের রাখেনি।
মধ্য প্রদেশ নিয়ে বিজেপি এবার বেশি চিন্তিত। চার বারের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানকে নিয়ে প্রতিষ্ঠান বিরোধিতার ঝড় বইছে। তার উপর কংগ্রেস সেখানে নরম হিন্দুত্বের অস্ত্রে বিজেপিকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। হিন্দুত্ববাদী বহু সংগঠনও কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে সেখানে। পরিস্থিতি আঁচ করে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজকেও দলের মুখ হিসাবে তুলে ধরছে না বিজেপি। পর্যবেক্ষরা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদীকে সামনে রেখেই লড়বে দল, প্রবীণ শিবরাজের জন্য যা মোটেই সুখকর নয়।
ছত্তীসগড় নিয়ে প্রাক্ নির্বাচনী একাধিক সমীক্ষা রিপোর্টে কংগ্রেসের ভূপেশ বাঘেলের সরকারের প্রতি সমর্থনের ইঙ্গিত মিলেছে। রাজনৈতিক মহলের বক্তব্য মধ্য প্রদেশের কংগ্রেস নেতা কমলনাথের মতোই ছত্তীসগড়ের মুখ্যমন্ত্রী বাঘেল উন্নয়নের পাশাপাশি নরম হিন্দুত্বের রাস্তায় হাঁটছেন যা বিজেপির জন্য অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওই দুই রাজ্যে বিজেপির হিন্দুত্বের অস্ত্র সেভাবে কাজে আসবে না বলেই দল মনে করছে। স্বভাবতই পিছিয়ে থাকা ওই দুই রাজ্যে উন্নয়নকেই প্রচারের কৌশল করতে চলেছে দল। প্রধানমন্ত্রীর একদিনে ৫৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প ঘোষণার পরিকল্পনা সেই কৌশলেরই অঙ্গ।

তালিবান ক্ষমতায় ফেরার পর আফগানিস্তানে প্রথম রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করলো চীন

বেইজিং : আফগানিস্তানে নতুন রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছে চীন। দুই বছর আগে তালিবান পুনরায় ক্ষমতায় আসার পর প্রথমবারের মতো রাষ্ট্রদূত পর্যায়ে কোনও বিদেশী দূত নিযোগে করা হল। তালিবান নেতৃত্বাধীন পররাষ্ট্র মন্ত্রক বুধবার বলেছে, আফগানিস্তানের রাজধানীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ঝাও জিং-এর শংসাপত্র গ্রহণ করেছেন প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ হাসান আখন্দ। চীনের দূতকে স্বাগত জানাতে তালিবান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমির খান মুত্তাকি প্রেসিডেন্টের ভবনে আখন্দের সঙ্গে যোগ দেন। ঝাও-এর এই নিযোগের ফলে তালিবান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি পাবে কিনা তা নিয়ে বেইজিং এখনই কোনও ইঙ্গিত দেয়নি। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এটি আফগানিস্তানে চীনের রাষ্ট্রদূতের স্বাভাবিক রদবদল। চীন ও আফগানিস্তানের মধ্যে সংলাপ ও সহযোগিতার অগ্রগতি অব্যাহত রাখাই এর উদ্দেশ্য। আফগানিস্তান নিয়ে চীনের নীতি স্পষ্ট ও অটল। যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট সরকারের কাছ থেকে ২০২১ সালের আগস্ট মাসে ক্ষমতা হস্তগত করে তালিবান, কিন্তু কোনও দেশের সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি তালিবানকে। প্রসঙ্গত, আফগান যুদ্ধে প্রায় ২০ বছর জড়িত থাকার পর আমেরিকার নেতৃত্বাধীন সমস্ত নেটো সেনা প্রত্যাহার করা হয় ওই বছর। মুত্তাকির কার্যালয় তাঁকে উদ্ধৃত করে চীনা রাষ্ট্রদূতকে বলেছে যে, তাঁর নিযোগে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বহন করছে।

আমিনির মৃত্যু এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচির কারণে ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি পরিষদের পদক্ষেপ

তেহরান : যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদ ইরানের মানবাধিকার রেকর্ডের পরিপ্রেক্ষিতে সে দেশের ক্রমবর্ধমান অস্ত্রভাণ্ডারে আমদানি বা রপ্তানি করার ক্ষমতার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করে কয়েকটি পদক্ষেপের অনুমোদন দিয়েছে। ইরানের সর্বোচ্চ নেতা, প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য ব্যক্তির উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা চাপানো হবে এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে। দেশব্যাপী বিক্ষোভের এক বছর পূর্তির আগে ইসলামিক প্রজাতন্ত্রকে আরও শাস্তি দিতে চায় ওয়াশিংটন। এই প্রস্তাব এখন সেনেটে যাবে। তবে, ডেমোক্রেটিক নিয়ন্ত্রিত চেম্বার এগুলিকে গ্রহণ করবে কিনা তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রথম বিলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন উৎপাদন ও রপ্তানি প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করার জন্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে দ্বিতীয় বিলটি। তৃতীয় প্রস্তাবে নির্দিষ্টভাবে বাহা'ই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর সরকারের নির্যাতনকে নিন্দা করা হয়েছে। তিনটি প্রস্তাবের প্রায় সর্বসম্মত বয়ানে ইরান সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের নিন্দাকে নতুনভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে পুলিশি হেফাজতে মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর সাধারণ নাগরিকদের উপর নির্মম দমন-পীড়ন চালিয়েছিল এই সরকার। জনসমক্ষে নারীদের ইসলামি কায়দায় ওড়না পরার কঠোর বিধি লঙ্ঘন করে ঢিলেঢালাভাবে হিজাব পরার অভিযোগে আমিনিকে আটক করা হয়েছিল। ২২ বছর বয়সী এই নারী তিন দিন পর পুলিশি হেফাজতে মারা যান। কর্তৃপক্ষ জানায়, তাঁর হৃদপিণ্ড বিকল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তাঁকে নিগ্রহ করা হয়নি। আমিনির পরিবার এই দাবির বিরোধিতা করে এবং সারা দেশে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দি আগ্রাসন দক্ষিণ ভারতে হিন্দি বিরোধী আন্দোলনের গর্ভগৃহ বলা চলে তামিলনাড়ুকেই

সনাতন ধর্মের পর ভারতের তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী পুত্রের নিশানায় হিন্দি আগ্রাসন

নয়া দিল্লি : দক্ষিণের রাজ্য তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন-এর পুত্র উদয়নিধি সপ্তাহ দুই আগে সনাতন ধর্মকে ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়ার মতো নির্মূল করার ডাক দেন। তারপর থেকে এই বক্তব্য ঘিরে উত্তাল দেশের রাজনীতি।
এরই মাঝে সনাতন ধর্মের পর এবার হিন্দি ভাষার বিরুদ্ধে সরব হলেন উদয়নিধি। ডিএমকের এই যুবনেতা বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।
সপ্তাহ দুই আগেই সনাতন ধর্ম নিয়ে করা তার বিতর্কিত মন্তব্য এই মুহূর্তে জাতীয় রাজনীতিতে সবচেয়ে আলোচিত। বৃহস্পতিবারই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মধ্য প্রদেশে নির্বাচনী প্রচারের মঞ্চ থেকে ইন্ডিয়া জোটকে নিশানা করেছেন। ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম শরিক তামিলনাড়ুর শাসক দল ডিএমকে। উদায়নিধির বক্তব্য প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ইন্ডিয়া জোটের নেতারা সনাতন ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করার কথা বলছেন। এর বিরুদ্ধে সকলকে পাল্টা জোট বাঁধার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। গত সপ্তাহে মন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, উদয়নিধির বক্তব্যের কড়া জবাব দিতে।
বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৪ সেপ্টেম্বর হল হিন্দি দিবস। প্রতি বছরের মত এবারও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সরকারি অনুষ্ঠানে হিন্দির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন ভারতে যোগাযোগের একটি ভাষা হল হিন্দি।
স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন উদয়নিধি। তার বক্তব্য হিন্দি নিয়ে এভাবে বড়াই করা এক ধরনের ছেলেমানুষি। মাত্র চার পাঁচটা রাজ্যের মানুষের ভাষা হল হিন্দি। সেটা কী করে গোটা দেশের মানুষের যোগাযোগের ভাষা হতে পারে?
এই প্রসঙ্গেই তামিল তেলুগু, মালায়ালি এবং কন্নড় ভাষার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, তামাম দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে হিন্দির কোন সম্পর্কই নেই। তাহলে এই ভাষা কি করে ভারতের ভাষা হতে পারে?
হিন্দি দিবসের অনুষ্ঠানে অমিত শাহ বলেছেন এই ভাষার বিকাশের পাশাপাশি সব আঞ্চলিক ভাষার উন্নতিতেই সরকার আগ্রহী। তার বক্তব্য হিন্দির প্রসার ঘটা মানে অন্য ভাষা হারিয়ে যাওয়া নয়। কিন্তু উদয়নিধি হিন্দির উপযোগিতা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন।
রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে ডিএমকে নেতৃত্ব কেন হঠাৎ করেই সেইসব ইস্যুতে সরব হচ্ছে যা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে মেরুকরণের রাজনীতিকে উস্কে দেয়, তা নিয়ে। এদিকেউদয়নিধির সুরে সনাতন ধর্মের নিন্দায় মুখর হয়েছেন ডিএমকের প্রবীণ নেতা এ রাজাও।
রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বারাণসীর পাশাপাশি তামিলনাড়ুর মাদুরাই অথবা কন্যাকুমারীর মত মন্দির শহর থেকে এবার প্রার্থী হতে পারেন। মোদী নিজে প্রার্থী হয়ে তামিলনাড়ু সহ দাক্ষিণাত্যে বিজেপির হাওয়া তুলতে চান। এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই ঘর গোছাতে প্রতি আক্রমণ শুরু করেছে ডিএমকে। তাদের নিজস্ব ভোট ব্যাংক সংহত করতে চাইছে তারা। বরাবরের মতো তাদের হাতিয়ার তামিল জাতীয়তাবাদ।
উল্লেখ্য, উত্তর ভারতে সনাতন ধর্ম নিয়ে যে আবেগ কাজ করে দক্ষিণ ভারতে তা নেই। সেখানে সনাতন ধর্মকে আলাদা মর্যাদা দেওয়া হয় না। প্রাচীন তামিল ধর্ম গ্রন্থে সনাতন ধর্ম বলে কোনও কথার উল্লেখ নেই।
শুধু তাই নয় হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ প্রথা, গোঁড়ামির বিরুদ্ধেও দক্ষিণ ভারত সরব। সেখানে অতীতের রাজনৈতিক এবং সামাজিক আন্দোলনের মূল অভিমুখ ছিল বর্ণভেদ প্রথার বিরোধিতা এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের অগ্রগতি। দক্ষিণ ভারতের এই রাজনীতির সঙ্গে উত্তর ভারতের কার্যত কোন মিল নেই।
উত্তর ভারত একদিকে যেমন সনাতন ধর্মকে মানে, একই সঙ্গে হিন্দির প্রতি তার অনুরাগ বেশি। অন্য দিকে দক্ষিণ ভারত বরাবর হিন্দি বিরোধী। দক্ষিণ ভারতে হিন্দি বিরোধী আন্দোলনের গর্ভগৃহ বলা চলে তামিলনাড়ুকেই।

গাজোলে থানার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত হলো ১ এক ব্যক্তির

মালদা ঃ গাজোলে থানার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত হলো ১ এক ব্যক্তির । পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম সুশীল বারুই (৪৩)। তার বাড়ি গাজোল থানার শ্রীকৃষ্ণপুর এলাকায়। পেশায় ছিলেন ইঁট ও বালির ব্যবসায়ী । বুধবার রাতে মোটর বাইকে করে ৮১ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে সামসি থেকে ফিরছিলেন ওই ব্যক্তি।

কৃষ্ণপুর এলাকার ৮১ নম্বর জাতীয় সড়কে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক্টর বেপরোয়া গতিতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মোটরবাইকটিকে ধাক্কা মারে। সেখানে গুরুতর জখম হয় ওই ব্যক্তি । স্থানীয় কিছু মানুষ আহত সুনীল বারুইকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় । সেখানে চিকিৎসাকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। এই ঘটনার পর পুলিশ ঘাতক ট্রাক্টরের খোঁজ শুরু করেছে।

জন্মাষ্টমীর মধ্যে দিয়ে ফিরলো প্রাচীণ ঐতিহ্য, মেতে উঠলো গোটা গ্রাম

জলপাইগুড়ি ঃ এই সংস্কৃতির ঐতিহ্য খেলাধুলার ইতিহাস হাজার বছরের প্রাচীন ও পুরনো। আগেকার দিনে গ্রামাঞ্চলে হাডুডু, কাবাডি, লাঠিখেলা, দধি কাঁদো খেলার জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা চলত। বিভিন্ন গ্রামে এসব খেলার জমজমাট আয়োজন হতো। বিশেষ করে হিন্দু বাড়ির উঠোনে জন্মাষ্টমীর দিনে বা পরের দিন গদি কাদা বা দধি কাদো খেলা দেখার জন্য দূর দূরান্ত থেকে মানুষ দলে দলে এসে উপস্থিত হতো। তবে খেলার চেয়ে কাদা মাখামাখি হতো উৎসাহজনকভাবে। খেলোয়াড়দের সারা শরীরে কাদা তো লাগতই, এমনকি মুখেও থাকত। কাদামাটিতে একাকার হয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখে দর্শনার্থীরা যারপরনাই আনন্দ উপভোগ করত।

এবার সেই হারিয়ে যেতে বসা ঐতিহ্য সংস্কৃতি ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখা গেলো জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বারোপেটিয়া গ্রামের ভূমিপুত্র কৃষ্ণ দাসের পৈতৃক ভিটে বাড়ীতে।

শহরের আধুনিক আনন্দকে টেক্কা দিয়ে জমে উঠলো জন্মাষ্টমীর দুপুরে দাস পরিবারের উঠোনে অনুষ্ঠিত হলো প্রতিযোগিতা মূলক দধি কাদো খেলা।

এই পুরোনো ঐতিহ্য প্রসঙ্গে দাস পরিবারের নতুন প্রজন্ম প্রণেতা দাস বলেন, আমরা আমাদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য থেকে ক্রমশই দুরে সরে যাচ্ছি,আমাদের বাড়িতে জন্মাষ্টমীর পুজো হয় প্রতিবছর তবে এবারের গ্রাম বাংলার প্রাচীণ ঐতিহ্যবাহী দধি কাদা খেলা আবার নতুন করে আযোজন করেছি একটাই উদ্দেশ্য, নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের গর্বের ঐতিহ্যকে তুলে ধরা।

চারিদিকে সাজে সাজো রব, খুঁটি পূজার মাধ্যমে শারদ উৎসবের সূচনা

শিলিগুড়ি । চারিদিকে সাজো সাজো রব, পরিবেশ পরিস্থিতি জানান দিচ্ছে মা আসছেন। ৫০ দিনের থেকেও কম সংখ্যক দিন বাকি রয়েছে মায়ের আগমনের। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ক্লাব গুলি তাদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। শিলিগুড়িতে ও বিভিন্ন ক্লাব গুলি শারদ উৎসবের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। এদিন ডায়মন্ড যুবক বৃন্দের শ্রী শ্রী সার্বজনীন দুর্গোৎসব এর শুভ খুঁটি পুজো অনুষ্টিত হলো। শিলিগুড়ির দক্ষিণ একটিয়াশাল, ওয়ার্ড নং ৪০ এর অন্তর্গত সংশ্লিষ্ট ক্লাবটি। এদিন সকালে এই খুটি পূজোর শুভ উদ্বোধন করলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার , এছাড়া আরো উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট ক্লাবের সদস্যগণ।

অপহরণের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভের শামিল হল পরিবারের সদস্যরা

মালদা ঃ অপহরণের ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভের শামিল হল পরিবারের সদস্যরা। আত্মীয় পরিজনদের সাথে নিয়ে মালদহের রতুয়ার পরানপুর সংলগ্ন মালদাপট্টি এলাকায় রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ পরিবারের। বারংবার থানার চক্কর কেটেও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না পুলিশ এই অভিযোগে অবরোধ ওই ছাত্রর পরিবারের। পরিবার সূত্রে জানা গেছে বছর ১৯ এর রিন্টু মিঞা নামে একাদশ শ্রেণীর ছাত্রকে গত মঙ্গলবার অপহরণ করা হয়েছে। মুক্তিপণ হিসেবে ফোন করে পাঁচ লক্ষ টাকা দাবি করা হচ্ছে। গোটা বিষয়ে পুলিশকে বারবার জানানো হলেও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না পুলিশ বলে অভিযোগ। অপহরণের কাণ্ডে জম্মু শেখ নামে এক ব্যক্তির যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের। ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন দ্রুত পরিবারের সন্তানকে উদ্ধার করুক সেই দাবিতে আত্মীয় পরিজনদের সাথে নিয়েও অপহৃত ছাত্র পরিবারবর্গ রাজ্যসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন

বাড়ির পাশ থেকে চুরি হয়ে গেলো পিকআপ ভ্যান

আলিপুরদুয়ার ঃ বাড়ির পাশ থেকে চুরি হয়ে গেলো পিকআপ ভ্যান। পিকআপ ভ্যান চুরির ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বরে ।গাড়ির মালিকের নাম হিরেন ঘোষ। জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো বুধবার রাতে বাড়ির পাশেই রাখা হয়েছিল পিকআপ ভ্যানটিকে। বৃহস্পতিবার সকালে গাড়ির মালিক দেখতে পায় নির্দিষ্ট জায়গায় ওই পিকআপ ভ্যানটি রাখা নেই। ঘটনার খবর জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এখন পর্যন্ত ওই গাড়ির কোন হদিশ পাওয়া যায়নি। খবর দেওয়া হয়েছে জটেশ্বর পুলিশ ফাঁড়িতে।পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো দেবী দুর্গার ৫১৪ তম কাঠামো পুজো

জলপাইগুড়ি ঃ রাজ পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতিতে বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হলো দেবী দুর্গার ৫১৪ তম কাঠামো পুজো। নন্দ উৎসবের মধ্য দিয়েই প্রতি বছর বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়িতে দেবী দুর্গার কাঠামো পুজো অনুষ্ঠিত হয়।জন্মাষ্টমীর পর দিনই রাজবাড়িতে অনুষ্ঠিত হয় নন্দ উৎসব। পুজো অনুষ্ঠানে এদিন উপস্থিত ছিলেন রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্যরা। তাঁরা জানান, ৫১৪ বছরের প্রাচীন এই দুর্গাপুজোর প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয়েছে নন্দ উৎসব ও দধি কাদা খেলার মধ্য দিয়ে। রাজ পরিবারের বর্তমান পুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, জন্মাষ্টমীর পরদিন নন্দ উৎসব ও দধিকাদা খেলার মধ্য দিয়ে প্রতি বছর শুরু হয় বৈকুন্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোর প্রতিমা নির্মানের কাজ। শিশুদের নিয়ে দধিকাদা খেলার মাটি দিয়ে শুরু হয় প্রতিমা নির্মাণ।উপস্থিত ছিলেন রাজ পরিবারের সদস্য সৌম্য বসু, নববধূ লিন্ডা বসু।

আন্দোলন করে মিললো বিশ্বকর্মা পুজোর অনুমতি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ প্রতিবছর ধুমধাম করে বিশ্বকর্মা পুজো হয় সিউড়ি সরকারি আইটিআই কলেজে । কিন্তু এইবছর বিশ্বকর্মা পুজো করার অনুমতি দেয় নি কলেজ কর্তৃপক্ষ । শুক্রবার পনেরো সেপ্টেম্বর পুজো করার দাবিতে আন্দোলন করে ছাত্রছাত্রীরা সেখানে মমতা ব্যানার্জী জিন্দাবাদ অভিষেক ব্যানাজী জিন্দাবাদ কাজল শেখ জিন্দাবাদ স্লোগান তোলে হাতে ছিল তৃনমূলের পতাকা । কলেজের ফিটার বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র পাপ্পু মন্ডল বলেন, প্রত্যেক বছরের ন্যায় এইবছর বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য চার পাঁচজন মিলে স্যারদের আমন্ত্রণ জানাতে গেলে দূর করে দেওয়া হয় । টেকনিক্যালে বিশ্বকর্মা পুজো করা আমাদের কর্তব্য । আড়াইশো তিনশো ছাত্র ছাত্রী মিলে আন্দোলন করলাম ঘেরাও করলাম তখন রাজি হলো বিশ্বকর্মা পুজো করার অনুমতি দিলো ।

সিসিটিভির সুত্র ধরে বাইক চুরি চক্রের হদিস

সোনারপুর ঃ সিসিটিভির সুত্র ধরে সোনারপুরে বাইক চুরি চক্রের হদিস পেল সোনারপুর থানার পুলিশ। ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার একটি বাইক। ধৃতরা বাইক চুরি চক্রের সাথে জড়িত বলে মনে করছে পুলিশ। আজ আদালতে তোলা হলে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে সোনারপুর থানার পুলিশ সুত্রে জানা গিয়েছে। সোনারপুর থানা এলাকার হরিনাভীর বাসিন্দা বিধান দেবনাথ। তিনি একজন ব্যবসায়ী। তার দোকানের সামনে রাখা বাইক চুরি হয়ে যায়। বিষয়টি সিসিটিভি ক্যামেরাতে ধরাও পড়ে। ঘটনায় সোনারপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। সিসিটিভির সুত্র ধরে ঘটনার তদন্তে নেমে সোনারপুর থানা এলাকায় চৌহাটি থেকে বুধবার বিকেলে শানু দেবনাথ নামে একজনকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে রাতে বিষ্ণুপুর থানা এলাকা থেকে মিলন মাঝি নামে আরও একজনকে গ্রেফতার করা হয়। বারুইপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি মোহিত মোল্লা জানান পুলিশ ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এই ঘটনায় আর কেউ জড়িত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানান তিনি।

এবার সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় কথা বললেন বাংলার রাজ্যপাল

কলকাতা ঃ রাজ্যপাল ডঃ সিভি আনন্দ বোস, কথা দিয়েছিলেন বাংলার রাজ্যপাল হয়ে এসে বাংলা ভাষা শিখবেন। হাতেখড়িও হয়েছিল তাঁর। এবার সম্পূর্ণ বাংলা ভাষায় কথা বললেন বাংলার রাজ্যপাল। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় কলকাতায় ভিডিও বার্তায় রাজ্যপাল বাংলায় কথা বলে জানান - 'বিশ্ববিদ্যালয়কে দুর্নীতি ও হিংসা মুক্ত করার লড়াই আমি শেষ পর্যন্ত লড়বো'। আচার্য হিসাবে উপাচার্য নিযোগ বৈধ, বিবৃতি দিয়ে জানালেন স্বয়ং বাংলার রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। 'অনেক উপাচার্যদের নামে অভিযোগ ছিল, সেই কারণে রাজ্য সরকারের মনোনীত কাউকে উপাচার্য করিনি' - সাফ বক্তব্য রাজ্যপালের। অর্থাৎ এবার সরাসরি রাজ্য সরকারকে চ্যালেঞ্জ রাজ্যপালের।

মায়াপুর ইসকন মন্দিরে শুরু হলো জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান

কলকাতা ঃ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ৫২৫০ তম আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে মায়াপুর ইসকন মন্দিরে হলো জন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান। সকাল থেকেই হাজার হাজার ভক্ত সমাগম ইসকন মন্দিরে। প্রতিবছর ই এই দিনটিকে ধুমধাম করে বিভিন্ন ভক্তিমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করা হয়। সকাল থেকেই দফায় দফায় চলে অনুষ্ঠান। রাতে অভিষেক হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি। এদিন সকাল থেকেই মঙ্গল আরতি শুরু হয়। এরপর দিনভর চলে ভাগবত গীতা পাঠ। সন্ধ্যাবেলা চলবে মঙ্গল আরতি। আর এই আবির্ভাব দিবস উপলক্ষে শুধু দেশের ভক্ত নয় বিদেশের হাজার হাজার ভক্তরা অংশগ্রহণ করে এদিন। এ বিষয়ে জনসংযোগ আধিকারিক রসিক গৌরাঙ্গ দাস বলেন, সারাদিন ধরে বিভিন্ন ভাষায় চলবে ভাগবত পাঠ। সন্ধ্যা থেকে গুরু পূর্ণিমা এরপর ভগবান দর্শন প্রক্রিয়া চলবে। অন্যদিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলবে দিনভর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে পুষ্পর্পণ করা হবে সমগ্র জাতির মঙ্গল কামনায়। অন্যদিকে তিনি বলেন এদিনের অনুষ্ঠানে আটোসাটো নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।। মেটাল দিয়ে চলছে বিভিন্ন পরীক্ষা। সকাল থেকেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব দিবসের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দর্শন করার জন্য বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। তবে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তের অনেকটা ভিড় বেড়ে যাবে বলে মত ইসকন কর্তৃপক্ষের।

খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে উপকার এথ্যালেটিক ক্লাবের শারোদৎসবের সুচনা

শিলিগুড়ি ঃ খুঁটি পূজোর মধ্য দিয়ে উপকার এথ্যালেটিক ক্লাবের শারোদৎসবের সুচনা হলো আজ। ক্লাব প্রাঙ্গণে এই খুঁটি পূজোকে কেন্দ্র করে সকল সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।এবারে উপকার এথ্যালেটিক ক্লাবের পূজো ৫৫তম বৎসরে পদার্পন করলো। এই ৫৫তম বৎসরে তাদের বিশেষ আকর্ষণ ২৫ ফুটের সাবেকি আনার ধাচে একচালা মায়ের প্রতিমা।পূজো কমিটির সভাপতি বাসুদেব ঘোষ, সম্পাদক সুধাংশু সরল রায় ও সুমন্ত ঘোষের বক্তব্য বিগত বছর গুলো মতো এবারও তাদের প্রতিমা শহরবাসীর মন কারবে বলে আসা করা যায়।এর আগে মায়ের প্রতিমাতে তাঁরা বেশ অনেকগুলো পুরস্কার পেয়েছেন,এবারও পাবেন বলে দাবি করেন ক্লাবের সকল সদস্যরা

জলপাইগুড়িতে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের দুর্গা প্রতিমার কাঠামো পুজো সম্পন্ন

জলপাইগুড়ি ঃ বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রতিমার কাঠামো পুজো দিয়ে শুরু হল দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। আশ্রমের স্বামীজি কাঠামোর পুজো করেন। এরই মধ্যে আজ থেকে দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হবে। রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, জলপাইগুড়িতে দুর্গাপূজা সর্বদা বিশেষ নিয়ম মেনে করা হয়। সেই প্রথা অনুযায়ী এদিন প্রতিমার কাঠামো পুজো করা হয়। রামকৃষ্ণ আশ্রমের ঐতিহ্য অনুযায়ী গঠন পূজার আযোজন করা হয় মূলত জন্মাষ্টমীর দিন। এ বছর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের পূজা ৬৩তম বছরে পদার্পণ করেছে। প্রতিমা নির্মাণসহ দুর্গাপূজার সকল প্রস্তুতি আজ সকাল থেকে প্রতিমা কাঠামো পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে। এখানে পূজা করা হয় কোনো প্রকার দম্ভ ছাড়াই, মন্ত্র উচ্চারণ করে এবং ভক্তি সহকারে। আশ্রমের মহারাজ স্বামী শিবপ্রেমানন্দজি জানান, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে প্রতি বছর কুমারী পূজার আযোজন করা হয়।

জাওয়ান দেখতে পুরো হল বুক, কাটা হলো কেক, ফাটলো বাজি

জলপাইগুড়ি ঃ জাওয়ান দেখতে পুরো হল বুক, কাটা হলো কেক, ফাটলো বাজি।বৃহস্পতিবার ভোরের আলো ফোটার আগেই শহরের প্রাণ কেন্দ্র কদমতলার একটি মাল্টি প্লেক্সে উপচে পরলো নতুন প্রজন্মের ভিড়,কেক কেটে বাজি ফাটিয়ে সাফল্য কামনা করা হলো শাহরুখ খানের সদ্য রিলিজ জাওয়ান সিনেমার।এই প্রসঙ্গে অভিনেতা শাহরুখ খান ফ্যানস ক্লাবের নর্থ বেঙ্গলের এক সদস্য উত্তেজনা এবং আবেগের সঙ্গে জানালেন, শাহরুখ খানের যে কোনো সিনেমা রিলিজ হলেই আমরা সবাই মিলে এই ভাবে সেলিব্রেশন করে প্রথম দিনের প্রথম শো দেখে আসছি দীর্ঘ দিন থেকে।আজও জাওয়ান সিনেমার প্রথম দিনের প্রথম শো দেখতেই এই আনন্দ উচ্ছাস।

জেলা কংগ্রেস কর্মীরা আয়া মাসিকে পুনর্বহাল করার দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে

আলিপুরদুয়ারঃ প্রায় এক ঘন্টা ধরে আলিপুরদুয়ার চৌপথিতে পথ অবরোধ করে রাখল জেলা কংগ্রেসের কর্মীরা । আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল কতৃপক্ষ দুমাস আগে হাসপাতাল থেকে আয়াদের বের করে দেয় । প্রায় ২৫০ জন আয়া কর্মহীন হয়ে পরেছে । তাদের কাজে পুনঃবহালের দাবিতে আজ বেলা ১ টা থেকে জেলা কংগ্রেসের কর্মীরা পথ অবরোধ করে রাখেন । ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পরেছে গোটা শহর । বহু গাড়ি আটকে পরে।

মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মার একই পরিবারের চারজনকে, ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি ঃ এবার খোদ মেয়রের ওয়ার্ডে মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মার খেতে হলো একই পরিবারের চারজনকে। তাদের মধ্যে দুজনের আঘাত গুরুতর। ঘটনার সূত্রপাত সোমবার রাতে। শিলিগুড়ির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের সেন্ট্রাল কলোনীতে একদল যুবক মদ খেয়ে চেঁচামেচি করছিলো। সেইসময় এলাকারই বাসিন্দা সুব্রত সাহা এবং তার ভাই রঞ্জিৎ সাহা প্রতিবাদ করলে লাঠি এবং বাঁশ নিয়ে আক্রমণ করে মদ্যপায়ীরা। বাঁধা দিতে এসে গুরুতর আহত হন সুব্রতবাবুর মা সন্ধ্যা সাহা। ঘটনার বিবরন দিয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের পরিবারের।এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করলো নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃত দুজনের নাম চিরঞ্জিৎ দাস এবং বিষ্ণু দাস।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে হুমকির অভিযোগে নাম জড়ানো অধ্যাপক কে গো ব্যাক স্লোগান

কোচবিহার ঃ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসুকে হুমকির চিঠি পাঠানোর ঘটনায় নাম জড়ায় রানা রায় নামে এক অধ্যাপকের। ভুবনেশ্বরের একটি হোটেল থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। পুলিশের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে আজ ওই অধ্যাপক কোচবিহার আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ সিল কলেজে আসে, সেখানে তিনি প্রিন্সেপালের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তাকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান দেয় কলেজের ছাত্রছাত্রীরা।

কোচবিহারে দুর্গাপুজোর পর কার্নিভালের আয়োজন করা হবে

কোচবিহারঃ দিনহাটার বিভিন্ন পুজো কমিটির সঙ্গে বৈঠক করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। পৌরসভার সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। দিনহাটার ৩৫টি পূজা কমিটির আধিকারিক ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ, দিনহাটা পুরসভার মেয়র গৌরী শঙ্কর মহেশ্বরী, ডেপুটি মেয়র সাবির সাহা চৌধুরী সহ আরও অনেকে। এদিনের বৈঠকে পুজোর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। দিনহাটা দুর্গাপূজা সবসময় উত্তরবঙ্গে যথেষ্ট মনোযোগ আকর্ষণ করেছে, তবে এই পূজাকে কীভাবে আরও আকর্ষণীয় করা যায় তা নিয়ে চলছে আলোচনা। পূজার পরে, একটি কার্নিভালের আযোজন করা হবে এবং কার্নিভালে অংশগ্রহণকারী প্রথম পাঁচটি সংস্থাকে পৌরসভার পক্ষ থেকে ১০,০০০ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

একজন ব্যক্তি একজন সার্জনকে ঘুষি মেরে তার নাক ভেঙ্গে দেন, একজন সিভিক ভলান্টিয়ারকেও মারধর করেন

কলকাতা ঃ হরিদেবপুর এলাকায় সার্জনকে ঘুসি মেরে নাক ফাটিয়ে দিল এক ব্যক্তি। এক মুরগি ব্যবসায়ী যার নাম ভিকি চক্রবর্তী মুরগি নিয়ে নিজের স্কুটি করে দোকানে যাচ্ছিল এই সময়ে মুন্না সাউ নামে সিভিক ভলেন্টিয়ার তার রাস্তা আটকালে ভিকি চক্রবর্তী ডিস ব্যালেন্স হয়ে স্কুটি নিয়ে পড়ে যায়।তারপরেই সে উঠে সিভিক ভলেন্টিয়ার কে মারধর করতে থাকে। সেই সময় হরিদেবপুর ট্রাফিকএর সার্জেন্ট অনিরুদ্ধ বিশ্বাস ঘটনাস্থলে চলে আসে অভিযোগ অনিরুদ্ধ বিশ্বাস সার্জনকেও বেধড়ক মারধর করে মেরে নাক ফাঠিয়ে দেয় এই ভিকি চক্রবর্তী। পরবর্তীকালে ওয়ারলেসের খবর পেয়ে সমস্ত হরি দেবপুর থানার ফোর্স চলে আসে এবং সেই অভিযুক্ত কে অ্যারেস্ট করে। বেশ কিছু কোন হরিদেবপুর ধরা পাড়ায় রাস্তা যানজট সৃষ্টি হয় সকালবেলার এই গন্ডগোলের জন্য।

বলিউডের কিং খানের জওয়ান ঝড় আছড়ে পড়েছে জেলাতে

জয়নগর ঃ মুক্তি পেয়েছে বলিউড বাদশা কিং খানের ছবি জাওয়ান। আর এই জাওয়ান ঝড়ে কাঁপছে গোটা বাংলা। মুক্তি পাওয়ার দিন বাংলার প্রতিটি হল হাউসফুল। শাহরুখ ভক্তদের মধ্যে উন্মাদনা তুঙ্গে। শুধুমাত্র শহর কলকাতায় নয় । শহর কলকাতা ছেড়ে এবার শাহরুখ ঝড় আছড়ে পড়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন প্রান্তে। বলিউড বাদশার দেশে বিদেশে ভক্তদের সংখ্যা কোটি কোটি। বৃহস্পতিবার মুক্তি পেয়েছে শাহরুখ খানের সিনেমা জওয়ান । শাহরুখ খানের ভক্তরা আজ সকাল থেকেই হলের সামনে ভিড় জমিয়েছে ।শাহরুখের কাট আউট জড়িয়ে ধরেই উৎসবে মত্ত। কেউ পা ধরে শুয়ে পড়লেন, আবার কেউ খেলেন চুমু। আবার কেউ জোর হাত করে প্রণাম সেরে নিলেন। ভক্তদের কান্ড কারখানায় জেরবার জওয়ান শাহরুখ। নেহাতই তিনি শারীরিক ভাবে উপস্থিত নেই।ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে শাহরুখ এমনই একজন, যার ছবির জন্য ভোর পাঁচটার শো রাখতে বাধ্য হয় কর্তৃপক্ষ। শুধু সাধারণ মানুষরা নয়, টলিউডের পরিচালক থেকে তারকারাও কিং খানের শো দেখতে হাজির হয়েছিলেন। ফার্স্ট ডে ফার্স্ট শো মিস করা যাবে না। দেশ জুড়ে জওয়ান ঝড়!শাহরুখ খান বলে কথা। সিনেমাহলে দেখা মিলল অবিকল শাহরুখের ন্যায় ব্যান্ডেজ বাঁধা অনুরাগীদের। কেউ উঠে পড়লেন ছাদে, আবার কেউ উঠে পড়লেন ব্যানারের মাথায়। সব মিলিয়ে প্রথম দিনেই তুলকালাম। ফ্যান ক্লাবের একজন সদস্য তিনি বলেন, দীর্ঘ অবসানের পর মুক্তি পেল কিং খানের জওয়ান। মুক্তির পরে বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে জাওয়ান আমরা পিছিয়ে নেই আমরা শাহরুখ খানের ভক্ত আমরা সকাল থেকেই এই জওয়ান ডে উদযাপন করছি। আজ সকাল থেকে কেক মিষ্টি ও মালা নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি জয়নগরের। আমরা প্রতিবছর শাহরুখ খানের কোন ব্লকবাস্টার সিনেমা রিলিজ হলে আমরা এরকম ভাবেই উদযাপন করি। আমাদের সঙ্গে রেড চিলি এন্টারটেইনমেন্টের টুইটার হ্যান্ডেল অ্যাড করা রয়েছে এবং আমাদের যা অ্যাক্টিভিটি শাহরুখ খানের রেড চিলি এন্টারটেইনমেন্ট। সেটি টুইটারে পোস্ট করে। শাহরুখ ঝড়ে কাঁপছে গোটা বাংলা বাদ যায়নি আমরাও। আজ সারাদিন আনন্দ আর হই হুল্লোড়ের মধ্যে আমরা উদযাপন করব।

জোরপূর্বক পুকুর ভরাট করে জায়গা দখল করে বাড়ি তৈরীর অভিযোগ এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

কলকাতা ঃ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির জন্য টাকা দিয়েছিল পৌরসভা। কিন্তু নিয়ম ভেঙে সেই টাকায় ব্যবসা করতে দোকান ঘর বানিয়েছেন এক উপভোক্তা। শুধু তাই নয় স্থানীয় বাসিন্দা শেখ বাবু আলী নামে এক ব্যক্তি ১৩ নং ওয়ার্ডের রানিহাটিতে এক পুকুর কেনেন। কিন্তু ক্ষমতার জোর খাটিয়ে সেই জায়গা ভরাট করে দোকান ঘর বানান অভিযুক্ত সেক সালাউদ্দিন। যার ফলে অভিযোগকারী শেখ বাবু আলী পৌরসভা থেকে শুরু করে জেলাশাসক দপ্তর পর্যন্ত লিখিত অভিযোগ করেন কিন্তু তাতে কোন সাড়া মেলেনি। পাঁশকুড়া পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের রানিহাটির বাসিন্দা শেখ সালাউদ্দিন ২০১৮ এবং ১৯ অর্থবর্ষে আবাস যোজনার বাড়ি তৈরির জন্য টাকা পেয়েছিলেন। বাড়ি তৈরীর জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। বাড়ি তৈরীর বিভিন্ন ধাপে উপভোক্তাকে টাকা দেওয়া হয়। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বাড়ি তৈরি শেষ হওয়ার পরে উপভোক্তাকে শেষ দফারও টাকা দেওয়া হয়। তবে সম্প্রতি পাঁশকুড়া পৌরসভার নজরে আসে যে, ওই ব্যক্তি বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করলেও শেষ করেননি। বরং তা দিয়ে ওই ভরাট পুকুরের ওপর দোকান ঘর বানিয়েছেন তিনি। চারটি শাটার দেওয়া বাড়ির দেওয়ালে একটি বোর্ড লাগানো রয়েছে।

উপ নির্বাচনের ভোট গননায় কারচুপির আশঙ্কা দলবল নিয়ে কমিশনের দারস্থ বিজেপি সাংসদ

জলপাইগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি উপ নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা কমিশনের জেনারেল অবজারভার কৈলাশ সুকদেও পাগাড়ের সঙ্গে দেখা করে ভোট গননায় কারচুপির আশঙ্কা প্রকাশ করলেন জলপাইগুড়ি র সাংসদ ডা.জয়ন্ত কুমার রায়।আগামী কাল ধূপগুড়ি উপ নির্বাচনের ভোট গননা।গননা হবে জলপাইগুড়ি স্থিত উত্তরবঙ্গ বিশ্ব বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসে।ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ হলেও বিজেপির আশঙ্কা সদ্য শেষ হওয়া পঞ্চায়েত ভোটের গননার মতো এখানেও কারচুপি হতে পারে।প্রশাসন কে কাজে লাগিয়ে কারচুপি করতে পারে শাসক দল। এই আশঙ্কার কথা এদিন অবজারভার কে লিখিত আকারে জানান সাংসদ।জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে অবজারভারের সঙ্গে দেখা করে নিজেদের আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন।জলপাইগুড়ির বিজেপি সাংসদ ডা.জয়ন্ত কুমার রায় জানান, অবজারভার আশ্বস্ত করেছেন। তবুও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন তারা।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পরিকাঠামোর উন্নয়নমূলক কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কয়েকটি ট্রেন বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ করেছে

সব্যসাচী দে

মালিগাঁও ঃ বিভিন্ন পরিকাঠামোমূলক ও সুরক্ষামূলক কাজের জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত সরুপেটা পাঠশালা স্টেশনের মধ্যে ট্রাফিক ও পাওয়ার ব্লক এবং চাংসারি নিউ বঙাইগাঁও সেকশনের মধ্যে শ্যাডো ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি ট্রেনের চলাচল নীচের বিবরণ অনুযায়ী হয় বাতিল, পথ পরিবর্তন ও সময় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

ট্রেনের বাতিলকরণ ঃ

১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৭৬৯ (আলিপুরদুয়ার জং.-লামডিং) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৭৭০ (লামডিং-আলিপুরদুয়ার জং.) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৭৫৩ (আলিপুরদুয়ার জং.-গুয়াহাটি) শিফুং এক্সপ্রেস, ট্রেন নং. ১৫৭৫৪ (গুয়াহাটি-আলিপুরদুয়ার জং.) শিফুং এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৫৯২৮ (নিউ তিনসুকিয়া-রঙিয়া) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯২৭ (রঙিয়া-নিউ তিনসুকিয়া) এক্সপ্রেস এবং ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ১৫৯৬৭ (রঙিয়া-লিডু) এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে।

পথ পরিবর্তন ঃ

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ২০৫০৩ (ডিব্রুগড়-নিউ দিল্লি) রাজধানী এক্সপ্রেস কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া টাউন-নিউ বঙাইগাঁও হয়ে পথ পরিবর্তন করবে।

ট্রেনের সময় পুনর্নির্ধারণ ঃ

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ০৫৮০১ (নিউ বঙাইগাঁও-গুয়াহাটি) প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির রওনা দেওয়ার সময় ০৪.৪০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৬.১০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ২২৪১১ (নাহরলগুন-আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এক্সপ্রেস ট্রেনটির রওনা দেওয়ার সময় ২১.৫০ ঘণ্টার পরিবর্তে ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের ০০.৫০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ০৫৮১০ (গুয়াহাটি-নিউ বঙাইগাঁও) প্যাসেঞ্জার ট্রেনটির রওনা দেওয়ার সময় ০৫.০০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৬.৩০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে ট্রেন নং. ১২৫১০ (গুয়াহাটি-এসএমভিটি বাঙ্গালুরু) এক্সপ্রেস ট্রেনটির রওনা দেওয়ার সময় ০৬.২০ ঘণ্টার পরিবর্তে ০৭.২০ ঘণ্টায় পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

এছাড়াও, নর্থ সেন্ট্রাল রেলওয়ের সুবেদারগঞ্জ স্টেশনে রিমডেলিং কাজের পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ট্রেন নং. ০৯৫২৬ (নাহরলগুন-ওখা) স্পেশাল ট্রেনটি বাতিল করা হয়েছে।

পণ্যের চড়াদামে বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো

ঢাকা ঃ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ডিম, পেঁয়াজ এবং আলুর দাম বেঁধে দিয়েছে। এছাড়া ভোজ্য তেলের দামও নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু বৃহস্পতিবার দাম বেঁধে দিলেও শুক্রবার সেই দামে পণ্যগুলো কেনা যায়নি।

বেঁধে দেয়া দাম অনুযায়ী, প্রতিটি ফার্মের ডিম ১২ টাকা, আলু খুচরা পর্যায়ে প্রতি কেজি ৩৫ থেকে ৩৬ টাকা এবং দেশি পেঁয়াজ প্রতি কেজির দাম হবে ৬৪ থেকে ৬৫ টাকা। কিন্তু শুক্রবার বাজারে গিয়ে কোথাও এই দামে ওই তিনটি পণ্যপাওয়া যায়নি। ডিমের হালি ৪৮ টাকা হওয়ার কথা থাকলেও বিক্রি হচ্ছে ৫০-৫২ টাকায়, আর আলুর কেজি ৫০ টাকা এবং দেশি পেঁয়াজের কেজি ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এদিকে সাদা ও লাল ডিম নিয়ে জটিলতা আছে। ফার্মের মুরগির ডিম যেটা লাল রঙের, তার দাম বেশি। কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয় দুই রঙের ডিম নিয়ে আলাদা করে কিছু বলেনি। আর দোকানে মোড়কে করে কয়েকটি ব্র্যান্ডের মুরগির ডিম বিক্রি হয়। সেগুলোর দাম আরো বেশি। সে ব্যাপারেও কিছু বলা হয়নি। কলাবাগানের খুচরা বিক্রেতা মিন্টু মিয়া দাবি করেন, দুই ধরনের ডিমের দামে পার্থক্য থাকবেই। লাল ডিমের চাহিদা বেশি, তাই দামও বেশি।

আর রহিম মিয়া দাবি করেন, আমরা আগের দামেই তিনটি পণ্য বিক্রি করছি। পাইকারি দাম কমালে আমরাও কমাতে পারবো, তার আগে নয়।

তিনি বলেন, একটি ডিম ১২ টাকায় বেচতে হলে আমাদের সাড়ে ১১ টাকায় কিনতে হবে। ৩৬ টাকা কেজি আলু বিক্রি করতে হলে আমাদের ৩১-৩২ টাকায় কিনতে হবে। পেঁয়াজ যদি ৫৮ থেকে ৬০ টাকায় কিনতে পারি তাহলে ৬৫ টাকা কেজি বিক্রি করতে পারবো। কিন্তু পাইকারি বাজারে ওই দামে তো আমরা এখনো পাচ্ছি না। যখন পাবো তখন সরকারের বেঁধে দেয়া দামে বিক্রি করবো।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি বলেন, নির্ধারিত দামে এসব পণ্য বিক্রি হচ্ছে কিনা তা মনিটরিংয়ের জন্য জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন এবং কৃষি ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা মাঠে কাজ করবেন। কেউ এর ব্যতয় করলে আইন অনুযায়ী দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।

তিনি জানান, কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের আলোকে ওই দাম বেঁধে দেয়া হয়েছে। এছাড়া, প্যাকেটজাত সয়াবিন ও খোলা সয়াবিন তেলের দাম লিটারে পাঁচ টাকা কমিয়ে যথাক্রমে ১৬৯ ও ১৪৯ টাকা এবং পামঅয়েলের দাম চার টাকা কমিয়ে ১২৪ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভোজ্য তেলও নতুন এই দামে শুক্রবার কোথাও পাওয়া যায়নি। আগের বাড়তি দামেই বিক্রি হচ্ছে।

সরকার এর আগেও চিনি, ভোজ্য তেল ও গরুর মাংসের দাম বেঁধে দিয়েছিল, কিন্তু বাস্তবে তা কোনো বিক্রেতাই মানেনি। তারা তাদের নিজেদের ঠিক করা দামেই বিক্রি করেছে।

কনজ্যুমার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের সহসভাপতি এস এম নাজের হোসেন বলেন, এই দাম বেঁধে দেয়াকে আমরা ইতিবাচক হিসেবে দেখছি। তবে এটা কার্যকর করতে হলে কঠোরভাবে বাজার মনিটরিং করতে হবে। এই দাম বেধে দেয়ার অর্থ হলো কিছু পণ্য নিয়ে যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা সমাধানের চেষ্টা করা। কিন্তু সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। সংকটের সময় পণ্যগুলোর আমদানি উন্মুক্ত করে দিতে হবে। এমনভাবে উন্মুক্ত করতে হবে, যাতে কোনো সিন্ডিকেট এটা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। ভোজ্য তেলের আমদানি যেমন হাতে গোণা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে, সেটা হলে চলবে না।

তার কথা, এর আগে একবার বেশ কিছু কৃষিপণ্যের দাম ঠিক করে দিয়েছিল কৃষি বিপণন অধিদপ্তর। কিন্তু তা কোনো কাজে আসেনি। আবার সিটি কর্পোরেশনও বাজারে পণ্যের দামের তালিকা টাঙিয়ে দেয়। কিন্তু কোনো কাজে আসে না।

তবে উৎপাদকেরা বলছেন উৎপাদন খরচ না কমাতে পারলে দাম কমানো কঠিন, সরকারকে সেদিকেও নজর দিতে হবে। আর কয়েক হাত বদল হয়ে খুচরা ক্রেতার কাছে পণ্য যায়। তাই কোন পর্যায়ে কত দাম হবে, তা বেঁধে না দিলে দাম নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

বাংলাদেশ পোল্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুমন হাওলাদার বলেন, ডিমের দাম নির্ভর করে উৎপাদন খরচের ওপর। গত এক সপ্তাহে পোল্ট্রি ফিড ও মুরগির বাচ্চার দাম বেড়ে গেছে। তাহলে ডিমের দাম কমবে কীভাবে। খুচরা বিক্রেতার ওপর চাপিয়ে দিলে তো হবে না। সে তো কেনা দাম হিসাব করে বিক্রি করবে। তাই উৎপাদন থেকে শুরু করে যে কয়বার হাত বদল হয় সবখানেই দাম নির্ধারণ করে দিতে হবে। দাম নির্ধারণ হতে হবে যৌক্তিক। ১০টাকা ৩০ পয়সা যদি একটি ডিমের উৎপাদ খরচ হয়, তাহলে সেটা বাজারে কয়েক হাত ঘুরে কিভাবে ১২ টাকায় বিক্রি হবে? আসলে ডিমের দাম কমবে না। এতে সরকারের ভাবমূর্তি আরো ক্ষুণ্ণ হবে।

তার কথায়, সরকারি আইনে বলা আছে কর্পোরেট গ্রুপগুলো শতকরা সর্বোচ্চ ৩০ ভাগ লাভ করতে পারবে। এখন খামারিরা লোকসানে পড়লে কর্পোরেটেরা কিন্তু ঠিকই লাভ করবে।

পণ্যের দামের সঙ্গে উৎপাদন খরচ এবং সরবরাহ দুটিই যুক্ত। সরবরাহ চেইন বাধাগ্রস্ত হলেও পণ্যের দাম বাড়তে পারে। পর্যাপ্ত পণ্য থাকার পরও সিন্ডিকেটের মাধ্যমে পণ্য মজুত বা সরবরাহ ব্যবস্থা বিঘ্নিত করে পণ্যের দাম বাড়িয়ে মুনাফা লোটার অভিযোগ আছে। সুতারং পণ্য সরবরাহ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য সংকট দেখা দিলে আমদানির মধ্যমে সেটা ঠিক করা যায়। এর আগে ডিম আমদানির অনুমতি দেয়া হবে এমন খবরে ডিমের দাম কমে গিয়েছিল।

সিরডাপের পরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বলেন, সরকার যদি কোনো পণ্যের দাম খুচরা পর্যায়ে বেঁধে দেয়, তাহলে ওই পণ্য উৎপাদন থেকে খুচরা ক্রেতার কাছে যাওয়া পর্যন্ত যতগুলো ধাপ আছে সব ধাপেই দাম বেঁধে দিতে হবে। তা না হলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। এটা ঠিক করতে হবে উৎপাদন খরচ হিসাব করে। সেটা না করলে আরেকটি সংকট তৈরি হতে পারে। কারণ, কেউ তো আর লোকসান দিয়ে পণ্য বিক্রি করবে না। সেটা করতে বাধ্য করলে বাজারে সরবরাহ কমে যাবে। বিক্রেতারা পণ্য বিক্রি করতে চাইবে না।

তার কথায়, সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। এটা ঠিক না থাকলেই দাম বেড়ে যাবে। প্রয়োজনে পণ্য বাইরে থেকে আমদানি করে সরবরাহ ঠিক রাখতে হবে। আর কোনো পণ্যের দাম সহনীয় বা ঠিক রাখতে হলে তার উৎপানের জন্য আরো যা লাগে, তার দামও ঠিক রাখতে হবে। মুরগির বাচ্চার দাম বেড়ে গেলে মুরগির দামও বেড়ে যাবে।

জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর এর আগে বলেছিল যেসব পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া হয় বা নির্দিষ্ট থাকে, সেখানে দাম বেশি নিলে অভিযান চালানো সহজ। কারণম দাম ঠিক করে দেয়া না থাকলে আইনে কেউ যে বেশি দামে বিক্রি করছে, তা বলা কঠিন। এটা কারো নিজস্ব চিন্তায় হবে না। দামের দায়িত্ব যে কর্তৃপক্ষের, তাদের বলতে হবে। আর এবার বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছেন জাতীয় ভোক্তা অধিদপ্তর দাম বেঁধে দেয়া পণ কী দামে বিক্রি হচ্ছে তা মনিটরিং করবে। প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবে। তবে তারা কী পদক্ষেপ নিচ্ছে শুক্রবার, অর্থাৎ দাম বেঁধে দেয়ার পরের দিন তা জানা যায়নি। চেষ্টা করেও পাওয়া যায়নি ভোক্তা অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে।

তবে প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারম্যান প্রদীপ রঞ্জন চক্রবর্তী বলেছেন, বাজারে প্রতিযোগিতার পরিবেশ কেউ নষ্ট করলে, সিন্ডিকেট করলে, আমরা মামলা করে ব্যবস্থা নিই। এখন তো তিনটি পণ্যের দাম বেঁধে দেয়া হলো। আমরা দেখবো এটা ঠিকমতো চলে কিনা, কোনো বাধার সৃষ্টি করা হয় কিনা। আমরা সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ে রাখছি। সেরকম হলে যারা দায়ী তাদের চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেবো।

ডিমের দাম বেঁধে দিয়েছে সরকার, কত করে পড়ছে ডজন?

ঢাকা ঃ প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে ডিমের দাম নির্ধারণ করে দিয়েছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়। খুচরা বাজারে প্রতিটি ডিমের দাম সর্বোচ্চ ১২টাকা করে নির্ধারণ করে দেয়ার কথা জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি। এর ফলে খুচরো বাজারে ব্যবসায়ীরা ডজনপ্রতি ডিমের দাম ১৪৪ টাকার বেশি নিতে পারবেন না। একইসঙ্গে নির্ধারিত মূল্যে ডিম বিক্রি করা না হলে ডিম আমদানি করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। বুধবার কৃষিপণ্যের মূল্য পর্যালোচনা সংক্রান্ত একটি সভার পর বৃহস্পতিবার দুপুরে সচিবালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি ডিম, আলু ও দেশি পেঁয়াজের দাম বেঁধে দেন। এসময় বাণিজ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের নির্ধারিত ডিমপ্রতি ১২ টাকা বিক্রির সিদ্ধান্ত যদি ঠিক থাকে তাহলে আমদানি করা হবে না। আর যদি ব্যবসায়ীরা তা না মানেন তবে ডিম আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে ডিম আমদানির অনুমতি চেয়ে ব্যবসায়ীদের আবেদন মন্ত্রণালয়ে জমা আছে বলেও জানান বাণিজ্য মন্ত্রী। মন্ত্রী বলেন, উৎপাদন খরচ হিসাব করে দেখেছি ডিম, আলু ও পেঁয়াজ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। সে জন্য আমরা কৃষি এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বসে এই দাম নির্ধারণ করেছি।

বেশ লম্বা সময় ধরেই ডিমের বাজারে অস্থিরতা চলছে।

চলতি বছরের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে এক ডজন ডিমের দাম

১৪৫ টাকা থেকে বেড়ে ১৮০ টাকা পর্যন্ত হয়েছিল। আর এর কারণ হিসেবে 'সিন্ডিকেটের' মাধ্যমে বাজার নিয়ন্ত্রণের আলোচনাও আছে দীর্ঘদিন ধরেই। তবে এবার এর সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন (বিসিসি)। কারসাজির মাধ্যমে ডিমের বাজারে অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি করে বাড়তি মুনাফা করায় ৬টি কোম্পানি ও ৪টি বাণিজ্যিক অ্যাসোসিয়েশনের (সমিতি) বিরুদ্ধে মামলা করেছে এই কমিশন।

কয়েকটি স্থানীয় গণমাধ্যমে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের তালিকায় কাজী ফার্মসে লিমিটেডর নাম এলেও এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের পর কোন মন্তব্য পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে এ সংক্রান্ত কোন নোটিশ পাননি বলে জানান আরেক অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) মহাসচিব খন্দকার মুহাম্মদ মহসিন। তবে মামলা চলমান থাকায় অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম নিশ্চিত করেনি বিসিসি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন। বাজারে সমতার মাধ্যমে ভোক্তাদের স্বার্থরক্ষা করতে কাজ করে এই কমিশন। প্রতিযোগিতা আইন২০১২ এর অধীনে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জোটবদ্ধতা ও ষড়যন্ত্রমূলক যোগসাজশে বাজার নিয়ন্ত্রণ বন্ধ করতে প্রতিযোগিতা আইন২০১২ প্রণয়ন করা হয়। প্রতিযোগিতা আইন লঙ্ঘনের জন্য দায়ী প্রতিষ্ঠানগুলোর তদন্ত, বিচার ও শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা রাখে এই কমিশন। ফলে আদালতে না গিয়ে মামলা নিষ্পত্তির সুযোগ থাকে। ডিমের দামবৃদ্ধির কারসাজির প্রাথমিক তথ্য পাওয়ার পর সরেজমিনে অনুসন্ধানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের (বিসিসি) সদস্য মো. হাফিজুর রহমান। তিনি বলেন, অনুসন্ধানের পর জমা দেয়া প্রতিবেদনে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ার পর কমিশন মামলার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে 'সিন্ডিকেটকে' ডিমের দাম বাড়ার কারণ হিসেবে মানতে নারাজ বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিআইএ) মহাসচিব ও ইউনাইটেড এগ সেল পয়েন্ট এর স্বত্বাধিকারী খন্দকার মুহাম্মদ মহসিন। বরং সাম্প্রতিক সময়ের অস্বাভাবিক গরম, প্রান্তিক পর্যায়ে খামারীদের লোকসান এবং সামগ্রিক বাজারের যে চাপ ডিমের ওপর পড়েছিল তা থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগছে বলেই ডিমের দাম বাড়তি বলে মন্তব্য করেন এই ব্যবসায়ী। এমনকি ভারতের ডিমের দামের সঙ্গে বাংলাদেশের ডিমের দামের তুলনাও 'ভুল' বলে উল্লেখ করে মিঃ মহসিন বলেন, মেশিনারিজ সুবিধার কারণে আ ৩৮০টি ডিম উৎপাদনে যে খরচ হয় তা দিয়ে তারা ৫০০টি ডিম উৎপাদন করতে পারে। এছাড়া অন্যান্য খাতের পণ্য আমদানির চিত্র তুলনা করে আমদানির মাধ্যমে সাময়িকভাবে বাজারে দাম কমানো গেলেও দীর্ঘ সময় এর থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব না বলে মনে করেন তিনি। বাজারে হঠাৎ অস্থিরতা তৈরি হওয়ার কারণ জানতে প্রতিযোগিতা কমিশন একটি তদন্ত দলকে সরেজমিন অনুসন্ধানে পাঠায়। এসময় এর সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী, ক্রেতা-বিক্রেতাসহ বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে তদন্ত দল আলাপ করে এবং স্টক থেকে শুরু করে, বিক্রির দামসহ সার্বিক পরিস্থিতির খোঁজ নেয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই ডিমের দামবৃদ্ধির সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম উঠে এসেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। এই সপ্তাহের শুরুর দিকে মামলা করা হয়েছে বলে জানান এই কর্মকর্তা। বাজার কারসাজির অভিযোগে প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর ধারা ১৫(১), ১৫(২)(ক)(অ), ১৫(২)(খ) ও ১৫(২)(গ) ধারা অনুযায়ী অভিযোগ দায়ের করে মামলা করা হচ্ছে। এই আইনের ১৫ ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিযোগিতার ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে বা বাজারে একচেটিয়া প্রভাব তৈরি করবে এমন কোন পণ্য বা সেবার উৎপাদন, সরবরাহ, বিতরণ, মজুত বা অধিগ্রহণে কেউ কোনো চুক্তি বা যোগসাজশ করতে পারবেন না। আইন অনুযায়ী কারসাজি করে ডিমের দাম বাড়ানোর অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয় তাহলে তিন বছর ওই প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক টার্নওভারের ১০ পর্যন্ত আর্থিক জরিমানা করা হতে পারে। অথবা অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে যে মুনাফা করেছে, তার তিন গুণ জরিমানাও হতে পারে। এছাড়াও সভায় দেশি পেঁয়াজ ও আলুর দাম বেঁধে দেয়া হয়েছে বলে জানান বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুনশি। বেঁধে দেওয়া দাম অনুযায়ী, আলু খুচরা পর্যায়ে ৩৫-৩৬ টাকা (হিমাগার পর্যায়ে ২৬-২৭) এবং দেশি পেঁয়াজের দাম হবে ৬৪-৬৫ টাকা।

হোয়াইট হাউস যাচ্ছেন জেলেনস্কি

ইউক্রেন ঃ আগামী সপ্তাহে অ্যামেরিকা সফরে যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। দেখা হবে বাইডেনের সঙ্গে।

অ্যামেরিকার একাধিক গণমাধ্যম বৃহস্পতিবার জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহে অ্যামেরিকা সফরে যাচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। এই সফরে মার্কিন কংগ্রেসে যেমন যাবেন তিনি, একই সঙ্গে হোয়াইট হাউসে গিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। অ্যামেরিকা ২১ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে।

বস্তুত, গত সপ্তাহেই মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব্লিংকেন এক বিলিয়ন ডলারের সাহায্য ঘোষণা করেছে। ২১ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে বিতর্ক চলছে। এই পরিস্থিতিতে ক্যাপিটল হিলে কংগ্রেসে গিয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলতে পারেন জেলেনস্কি।

এর আগে ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যামেরিকায় গেছিলেন জেলেনস্কি। মার্কিন কংগ্রেসে বক্তৃতা করেছিলেন। এবারও জেলেনস্কি বলেছেন, অ্যামেরিকা ইউক্রেনকে যে অর্থ দিচ্ছে তা 'সাহায্য' নয়, এই অর্থ আসলে 'বিনিয়োগ'। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই বিনিয়োগ হিসেবে এই অর্থকে ধরতে হবে।

সম্প্রতি বাইডেন ইউক্রেনের জন্য ২১ বিলিয়ন ডলারের প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে ১৩ বিলিয়ন ডল ার সামরিক খাতে এবং আট বিলিয়ন ডলার মানবিক খাতে ব্যয় করার কথা বলেছেন তিনি। এই সাহায্য নিয়ে মার্কিন কংগ্রেসে চূড়ান্ত বিতর্ক শুরু হয়েছে। রিপাবলিকানদের একটি অংশ ইউক্রেন আর এত বড় সাহায্যের বিরোধী। অ্যামেরিকা অবশ্য সম্প্রতি জি২০ বৈঠকেও বলে গেছে, ইউক্রেনকে সবরকম সাহায্য দেওয়া হবে। যতদিন প্রয়োজন হবে ততদিন সাহায্য করা হবে।

জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আনালেনা বেয়ারবকও জানিয়েছেন, যতদিন প্রয়োজন হবে ততদিন ইউক্রেনকে সাহায্য করা হবে।

যুক্তরাষ্ট্রে কোভিডকালীন সহায়তা কর্মসূচি শেষ হবার পর শিশু দারিদ্র্যের ব্যাপক বৃদ্ধি

জর্জটাউন ঃ ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রে দারিদ্র্য, বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে, ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। করোনাভাইরাসজনিত অতিমারির দুঃসময়ে সামাজিক সহায়তা কর্মসূচির মেয়াদ শেষ হওয়ার পরই এমন পরিস্থিতি। সেনসাস ব্যুরো এই সপ্তাহে এই তথ্য প্রকাশ করেছে। গোটা যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে ২০২২ সালে ১২.৪ শতাংশ আমেরিকান দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করেছে। ২০২১ সালে এই হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। এই বৃদ্ধি বেশি মাত্রায় ধরা পড়েছে শিশুদের মধ্যে। ২০২১ সালে এদের হার ছিল ৫.২ শতাংশ। সে তুলনায় গত বছর এই দারিদ্র্যের হার পৌঁছেছে ১২.৪ শতাংশে। জর্জটাউন ল স্কুলের দারিদ্র্য ও অসাম্য বিষয়ক সেন্টারের অন্তর্বর্তী কার্যনির্বাহী অধিকর্তা আইলিন কার বলেন, এটি ধ্বংসাত্মক। আমাদের দেখা সবচেয়ে খারাপ (বৃদ্ধি) এটি, বিশেষ করে শিশু দারিদ্র্যের ক্ষেত্রে। এই পরিসংখ্যান যে মানবিক যন্ত্রণা তুলে ধরে তা নিয়ে অত্যুক্তি করা কঠিন। পরিপূরক দারিদ্র্য পরিমাপের (এসপিএম) অংশ হিসাবে এই তথ্য প্রকাশ করা হয়েছিল, যা সরকার দারিদ্র্যের সরকারী পরিসংখ্যান থেকে আলাদাভাবে গণনা করে থাকে। সরকারী লাভদায়ক কর্মসূচি থেকে পরিবারগুলির প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ এবং যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর জীবনযাপনের খরচের তারতম্য উভয়কেই বিবেচনা করে এসপিএম।

সম্পাদকীয়

চরম দক্ষিণপন্থিদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিপাকে ম্যার্কেলের দল

জার্মানির প্রধান বিরোধী দল সিডিইউ আঞ্চলিক পার্লামেন্টে চরমপন্থি এএফডি দলের সমর্থন নিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করে প্রবল সমালোচনার মুখে পড়েছে। জার্মানির রাজনৈতিক জগতে প্রবল বিতর্ক শুরু হয়েছে। গোটা ইউরোপ জুড়ে চরম দক্ষিণপন্থি শক্তির বাড়বাড়ন্তের মাঝে মূল ধারার রাজনৈতিক দলগুলি যতটা সম্ভব ভোটারদের ক্ষোভ প্রশমনের চেষ্টা করছে। কিন্তু একের পর এক নির্বাচন ও জনমত সমীক্ষায় চরমপন্থিদের প্রতি মানুষের সমর্থন বেড়েই চলেছে। এমন শক্তিকে ক্ষমতাকেন্দ্র থেকে দূরে রাখতে নিজস্ব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলে মূল স্রোতের রাজনৈতিক দলগুলি প্রায়ই একজোট হচ্ছে। জার্মানির চরম দক্ষিণপন্থি এএফডি দলকেও এতকাল সেভাবে একঘরে রাখা হয়েছে। বাকি দলগুলি এএফডির সঙ্গে জোট সরকার গড়ার সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দিয়েছে। বিরোধী পক্ষে থেকেও সেই দলের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব বার বার উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জার্মানির অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থা সেই দলের কয়েকজন নেতার কার্যকলাপের উপর নজর রাখায় এতকাল সব দল

আরো সতর্ক ছিল। কিন্তু এবার সেই প্রত্যয়ে চিড় ধরায় দুশ্চিন্তা বাড়ছে। আপাত দৃষ্টিতে গুরুত্বহীন হলেও জার্মানির প্রধান বিরোধী ইউনিয়ন শিবিরের স্থানীয় শাখার এক সিদ্ধান্ত গোটা দেশে নজর কেড়েছে। পূবের টুরিঙ্গিয়া রাজ্যের পার্লামেন্টে বিরোধী দল হিসেবে সিডিইউ জনসাধারণ ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তির করের বোঝা কমাতে এক উদ্যোগ নিয়েছিল। শুধু উদারপন্থি এফডিপি দলের ভোট সেই উদ্যোগের জন্য যথেষ্ট হতো না। বৃহস্পতিবার এএফডি দলের সমর্থন নিয়ে সেই প্রস্তাব অনুমোদন করা সম্ভব হয়েছে। এমন ঘটনার পর জার্মানির রাজনৈতিক জগতে আলোড়ন পড়ে গেছে। চরম দক্ষিণপন্থি শক্তির সঙ্গে যে কোনো বোঝাপড়ার পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করে দিচ্ছেন অনেক রাজনৈতিক নেতা ও বিশেষজ্ঞ। জনমত সমীক্ষায় বর্তমানে সিডিইউর পরেই এএফডি জনসমর্থন পাচ্ছে। আগামী বছর একাধিক রাজ্য নির্বাচনে সেই দল এমনকি সরকার সবচেয়ে বেশি সমর্থন পেয়ে এমনকি গড়ার উদ্যোগ নিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সমালোচকদের মতে, এমন অবস্থায় সিডিইউর মতো 'দায়িত্বশীল' দল নরম মনোভাব নিলে এএফডি জোট সরকার গড়ার সুযোগ পেতে পারে। বিদেশি ও ইউরোপবিদ্বেষী এই শক্তি একবার ক্ষমতায় এলে জার্মানির রাজনৈতিক জগতে বিপর্যয়েরও আশঙ্কা দেখছেন অনেকে। জাতীয় পর্যায়ে সাবেক চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেলের সিডিইউ দল এএফডির সঙ্গে কোনো রকম সহযোগিতার সম্ভাবনা বার বার উড়িয়ে দিয়ে এসেছে। কিন্তু রাজ্য ও পৌর স্তরে অনেক নেতা এমন ছুতমার্গের বিরোধী। টুরিঙ্গিয়া রাজ্যের সিডিইউ প্রধান মারিও ফোগ্ট আঞ্চলিক শাখার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেছেন, বাস্তবে এই ভোটের ফলে বরং তাঁর দল এএফডি ভোটারদের সমর্থন ফিরে পাবে। তাঁর মতে, সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক কলাকৌশল দেখে বিরক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁরা চান, তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ দূর করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হোক। ভোগ্টের মতে, এমন সব বিষয়কে মূলধন করে মানুষের সমর্থন আদায় করা সম্ভব। তিনি অবশ্য আবার জোর দিয়ে বলেন, তাঁর সিডিইউ দল এএফডির সঙ্গে কাজ করে না। সিডিইউ দলের প্রধান ফ্রিডরিশ ম্যার্ৎসও আঞ্চলিক শাখার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তাঁর দল ফেডারেল বা রাজ্য স্তরে অন্য দলের কাজ দেখে রাজনীতি করে না। বৃহস্পতিবারের ভোটাভুটি সত্ত্বেও ম্যার্ৎস এএফডির সঙ্গে সহযোগিতার সম্ভাবনা আবার উড়িয়ে দিয়েছেন। সামাজিক গণতন্ত্রী এসপিডি ও পরিবেশবাদী সবুজ দল সিডিইউ দলের এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করে এই পদক্ষেপকে 'শয়তানের সঙ্গে বোঝাপড়া' হিসেবে বর্ণনা করেছে। বামপন্থি দল ডি লিংকে সিডিইউর সমালোচনা করে বলেছে, এএফডির সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার পথে এগোচ্ছে এই দল।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর স্পেন সফর ঃ লা লিগার সঙ্গে কলকাতায় লা লিগা ফুটবল আকাডেমি তৈরির মউ স্বাক্ষর

রুবি ব্যানার্জ্জি
প্রাবন্ধিক

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে স্পেন সফর করছেন। আর সেই সফরেই বৃহস্পতিবার ১৪ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময়ের রাত ১১টা নাগাদ কলকাতা তথা বাংলার ফুটবলের জন্য এক বড় সম্ভাবনার দরজা খুলে গেল। স্পেন সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লা লিগার প্রেসিডেন্ট হ্যাভিয়ার টেবাস এর সঙ্গে বৈঠক করেন।

এদিন সন্ধেয় কলকাতা তথা বাংলায় ফুটবলের পেশাদারিত্ব বাড়ানোর লক্ষ্যে মহানগরীতে একটি ফুটবল আকাডেমি গড়ে তোলার জন্য লা লিগার সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি সই করল পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার।

এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে ওই চুক্তি সইয়ের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বেঙ্গল মিনস বিজনেস। মানুষ যেমন মধুমেহ থাকলেও মিষ্টি না খেয়ে থাকতে পারে না, কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গও তাই। বাংলার যে কোনও গ্রামে চলে গেলে একটা ফুটবল অন্তত দেখা যাবেই। দেখা যাবে ছোট ছোট ছেলেরা প্রবল উন্মাদনার সঙ্গে ফুটবল খেলছে।

এদিনের অনুষ্ঠান মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রী ও লা লিগার প্রেসিডেন্ট ছাড়াও ছিলেন প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তার সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় লা লিগা প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনারা কলকাতায় আসুন। জমি নিয়ে কোনও চিন্তা নেই। কোনও কিছু নিয়েই আপনাদের ভাবতে হবে

না। সরকার সব রকম সাহায্য করবে। আমাদের শুধু একটাই চাওয়া। যেভাবে আপনারা মেসি রোনাল্ডো তৈরি করেছেন, তেমনই কলকাতার ছেলেদের মধ্যে থেকেও মেসি, রোনাল্ডো গড়ে তুলুন। ওরা সত্যিই ফুটবল ভালবাসে।

কলকাতায় লা লিগার ফুটবল আকাডেমি গড়ে তুলতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগের তারিফ করেন হ্যাভিয়ার টেবাস। সেই সঙ্গে তাঁরই পৌরোহিত্যে এদিন পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের সঙ্গে লা লিগার মউ সাক্ষর হয়।

মউ সাক্ষরের পর আবার নিজে থেকেই মাইক টেনে নেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, এখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। কলকাতার তিনটি বড় ক্লাবের কর্মকর্তারা রয়েছে। আমি মিস্টার হ্যাভিয়ার টেবাসকে বলব, আপনারা কলকাতায় আকাডেমি গড়ে তুললে সেখানকার ছেলেদের কলকাতায় ফার্স্ট ডিভিশন লিগে যেন খেলান। সেই অনুমতি যেন সরকার ও কলকাতার ক্লাবগুলি দেয়। আপনি আমার চেয়ে ফুটবল বেশি বোঝেন। আমি মনে করি আকাডেমির ছেলেরা ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার সুযোগ পেলে, প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেলে, পেশাদারিত্বের বিকাশ হবে। তিনি টেবাসকে বলেন, আপনি কলকাতায় আসুন। দেখবেন, কলকাতায় ফুটবলের আগ্নেয়গিরি রয়েছে, শুধু দরকার স্প্যানিশ ফুটবলের সাহচর্য, সহায়তা। তা হলে সেই দেশে ফুটবলের ফুল ফুটবে। তাঁর কথায়, আমি একটা কথা বার বার বলি। তা হল, ফুটবলের বিকাশের জন্য অর্থ ও পরিকাঠামো দরকার ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে যেটা চাই সেটা হল স্কিল তথা দক্ষতা। এই কারণেই মাত্র ৮ বছর বয়সে এই শহরে খেলতে এসে মেসি আজকের মেসি হতে পেরেছেন।

কলকাতা ফুটবলের পরম্পরা ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে গিয়ে সৌরভ বারবার তুলে ধরেছেন তিন নামী ক্লাবের সমর্থকদের আবেগের কথা।

উল্লেখ্য, এই প্রথম মাদ্রিদ সফরে গিয়েছেন তিনি। সে কথা জানিয়ে সৌরভ এদিন বলেন, আমার স্পেন সফরের সবচেয়ে বড় পাওনা হবে রিয়েল মাদ্রিদের স্টেডিয়াম ঘুরে দেখা। কারণ, ক্রিকেট খেলেছি ঠিকই। কিন্তু ছোটবেলা থেকে আমার প্রথম আবেগ ছিল ফুটবলই।

ভুয়া খবরই তো তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়ায়

গৌতম হোড়

ভোট আসলেই ভারতে ফেক নিউজের অভিয়োগ বারবার সামনে আসে। অভিযোগের আঙুল ওঠে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে।

কয়েকবছর পিছনে তাকানো যাক। উত্তরপ্রদেশে ২০১৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার তখন তুঙ্গে। সেসময় একটা খবর সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলো। উত্তরপ্রদেশের তখনকার মুখ্যমন্ত্রী অখিলেশ যাদব তার বাবা এবং সমাজবাদী পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদবকে থাপ্পড় মেরেছেন। দাবানলের মতো হু হু করে ছড়িয়ে গেল সেই খবর। কেউ যাচাই করে দেখলো না। কেউ এটা ভাবতেও পারলো না, অখিলেশের মতো শিক্ষিত, বিনয়ী, বাবার প্রতি অসম্ভব শ্রদ্ধাশীল মানুষ যে এই কাজটা করতে পারেন না। এসব মানুষের ভাবনাতেই এলো না। মুলায়ম, অখিলেশ বললেন, এরকম কিছুই হয়নি। সেকথা কানে তোলা হলো না। মানুষ সামাজিক মাধ্যমের ওই খবরটা এমনভাবে গিললো ও তার প্রতিটি কথা বিশ্বাস করলো যে, সমাজবাদী পার্টির ভরাডুবি হলো। দলের কর্মীরা পর্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। এর এক বছর পর রাজস্থানের কোটায় বিজেপির সামাজিক মাধ্যমের কর্মকর্তাদের সভায় সত্যটা ফাঁস করেছিলেন অমিত শাহ। তাঁর সেই ভাষণের কথা দৈনিক ভাস্কর, দ্য ওয়্যার, দ্য প্রিন্টের মতো অনেকগুলি সংবাদমাধ্যমে ছাপা হয়েছিল। সেখান থেকেই হুবহু অনুবাদ করে দিচ্ছি। অমিত শাহ সামাজিক মাধ্যম নিয়ে বলতে গিয়ে জানিয়েছিলেন, ''আমাদের এখানে একটা ছেলে ছিল। সে একবার চালাকি করেছিল। আমি বলেছিলাম, নীচ থেকে উপরে মেসেজ যাবে। তারপর উপর থেকে নীচে। সে সোজা গ্রুপে মেসেজ পোস্ট করে দেয়, অখিলেশ মুলায়মজিকে চড় মেরেছে।''

অমিত শাহ বলেছেন, ''মুলায়ম আর অখিলেশ তো ছয়শ কিলোমিটার দূরে ছিল। তাসত্ত্বেও সে পোস্ট করে দেয়। আর সামাজিক মাধ্যম নিয়ে রাজ্যের যে টিম ছিল, তারা সেই পোস্ট নীচে পাঠিয়ে দেয়। সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। দশটার পর থেকে আমার কাছে ফোনের পর ফোন আসতে থাকে, ভাইসাব, জানেন তো, মুলায়মকে থাপ্পড় মেরেছে অখিলেশ। নারীরাও রেগে যান। সব জায়গায় এটা চলতে থাকে। এরকম করা উচিত নয়। এরকম কাজ করবেন না।'' অমিত শাহ যখন এই কথা বলছেন, ততদিনে অখিলেশের ভরাডুবি হয়ে গেছে।

এই সব কথা বলার আগে বিজেপির সামাজিক মাধ্যমের শক্তি সম্পর্কে অমিত শাহ বলেছিলেন, ''উত্তরপ্রদেশে বিজেপির গ্রুপে ৩১ লাখ মানুষ আছে। প্রতিদিন সকাল আটটায় গ্রুপে মেসেজ পোস্ট হয়। তার শিরোনাম, সত্যকে জানুন। খবরের কাগজে বিজেপিকে নিয়ে যে মিথ্যা খবর প্রকাশিত হয়, সেটা নিয়ে পোস্ট করা হয়। তারপর সেটা সামাজিক মাধ্যমে ছেয়ে যায়। মানুষ তো খবরের কাগজকে গিয়ে প্রশ্ন করে, কেন এরকম খবর ছাপলেন?''

অমিত শাহ অতিশয়োক্তি করেননি। বিজেপির আইটি সেলের সঙ্গে যুক্ত নেতা আমায় জানিয়েছেন, সবার উপরে আছে বিজেপি সদরদফতরের আইটি সেল। তার নিচে প্রতিটি রাজ্যে আইটি সেল। সেখান থেকে প্রতিটি জেলায়, প্রতিটি ব্লকে, প্রতিটি লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্র অনুসারে আইটি সেল। একেবারে নীচে আছে, কয়েকটি গ্রাম জুড়ে একেকটি সেল। সেই নেতা দাবি করেছিলেন, ''আমার আধঘণ্টা সময় দরকার হয়। তারমধ্যে আমরা যে কোনো পোস্ট ভাইরাল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখি। বিরোধীদের কোনো পোস্ট বেশি চললে, তার পাল্টা পোস্ট আমরা এমনভাবে ভাইরাল করি, মানুষ ভাবে আমাদেরটাই আসল।''

একবারের জন্যও ভাববেন না, যারা এই সব আইটি সেলের সঙ্গে যুক্ত, তারা দলের কর্মী। তারা সকলেই রীতিমতো শিক্ষিত। অনেকে বিদেশ থেকে পড়াশুনো করে এসেছেন। আগে বড় কোম্পানিতে ছিলেন। তারা একেবারে পেশাদার। তাদের বেতন দিয়ে রাখা হয়। সত্যি সত্যিই এই পরিকাঠামো নিয়ে বিজেপি যে কোনো পোস্ট ভাইরাল করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। ভাববেন না, এটা কেবল বিজেপি করে। সব দলই তার ক্ষমতামতো করে। সকলেই পেশাদারদের সাহায্য নেয়। কোম্পানির সাহায্য নেয়। বিজেপির সাফল্য দেখে তারাও বুঝতে পেরেছে, সামাজিক মাধ্যমকে ব্যবহার না করতে পারলে, মানুষের কাছে প্রতিদিন পৌঁছানো সম্ভব নয়। । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট বিশ্বের ৮১টি দেশকে নিয়ে ২০২০তে একটা সমীক্ষা করেছিল। তাতে দেখা গেছে, ৭৬টি দেশে রাজনৈতিক কৌশল হিসাবে মিথ্যা সংবাদ ছড়ানো হয়। সেটা এখন পেশাদাররা শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে গিয়ে করেন।

ভারতও এর ব্যতিক্রম নয়। ভোট এলেই ভারতে ফেক নিউজ নিয়ে প্রচুর অভিযোগ ওঠে। দুইটি তথ্য এখানে মনে রাখা দরকার। ভারতে স্মার্টফোন ব্যবহারকীরর সংখ্যা ৬৫ কোটি এবং দেশের ৮৮ শতাংশ অঞ্চলে ইন্টারনেট পরিষেবা আছে। তৃতীয় বিষয়টা হলো, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। ফলে কোনো মেসেজ ভাইরাল করে দিতে পারলে, তা লাখ লাখ মানুষের কাছে পৌঁছে যায়। আর মানুষ যেমন আগে ছাপার হরফে লেখাকে ধ্রুব সত্য মনে করত। এখন তেমনই মোবাইলে আসা ভিডিও ও লেখাকে অভ্রান্ত সত্য মনে করে। রাজনৈতিক দলগুলি, পেশাদাররা সেই সুযোগ নেয়। তারা সমানে চেষ্টা করে যায়, আংশিক সত্য, অর্ধসত্য ও মিথ্যা প্রচার করতে। ভিডিওতে কারচুপি করে ছেড়ে দিলে মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হন। তাই প্রতিবার ভোটের আগে এই ধরনের একগুচ্ছ অভিযোগ আসে। আর একটা মিথ্যা খবরের পরিণতি কী হতে পারে, তা মুলায়ম অখিলেশ চড়কাণ্ড থেকেই তো স্পষ্ট।

আসলে ছোটবেলা থেকেই তো আমাদের শেখানো হয়, মেনে নাও। প্রশ্ন করো না। যুক্তি দিয়ে বিচার কর না। কোনো বিশ্বাসে আঘাত কর না। নির্বিচারে মুখ বুজে মেনে নিলে সকলেরই লাভ। রাজনীতি থেকে ধর্ম, সব জায়গায় যারা ক্ষমতায় থাকেন, তারা বলেন, প্রতিবাদ করতে যেও না। প্রশ্ন করো না। আস্থা রাখ। আর এই সুযোগে অনেক মিথ্যা সত্য হয়ে যায়। অনেক তথ্য উল্টে যায়। প্রচারে মিলা বস্তু তর্কে বহুদূর। তাই আমরা প্রশ্ন করি না।

রাজনীতির সঙ্গে নীতি থাকলেও বাস্তবে তা হলো ভোটের যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে কোনো নীতি নেই। ফলে মানুরযে মনে একটা ধারণা তৈরির জন্য যদি কিছু মিথ্যা প্রচারের আশ্রয় নিতে হয়, তাতেই বা অসুবিধা কোথায়? নীতিবাগিশরা, ইমানুয়েল কান্টের মতো দার্শনিকরা বলবেন, শুধু ফল ভালো হলেই চলে না, যে রাস্তা নেয়া হচ্ছে, সেটাও ভালো ও নৈতিক হওয়া দরকার। আমরা ওসব কথাকে থোড়াই কেয়ার করি।

আমরা তো মনে করি, সব ভালো যার শেষ ভালো। তাই এরকমই চলবে, বরং মিথ্যা প্রচার তেজি ঘোড়ার মতো দৌড়াতে থাকবে।

জানা অজানা

বাংলাভাষার অপমান সইবনা - বাঙ্গালীর অপমান সইবনা

বাংলা থেকে বিহার হয়ে পৃথক হয়ে স্থাপিত রাজ্য ঝাড়খণ্ডে বাংলাভাষীরা মূলবাসি এবং রাজ্যের ২৪ টি জেলায় নিজেদের সুবর্ণ ইতিহাসকে সম্পদ করে বসবাস করেন ও রাজ্যের সর্বাঙ্গীক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেআসছেন বহু যুগ ধরে। ঝাড়খণ্ড সরকারের তথ্য অনুযায়ী রাজ্যের বাংলাভাষীরা ভাষাগত সংখ্যালঘু রূপে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত।

বিহার রাজ্যে ভাষাগত সংখ্যালঘু রূপে সংখ্যালঘু আযোগে বঙ্গ ভাষীদের চেয়ারম্যান - ভাইস চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করতেন। ২০০০ সনে স্থাপিত নব রাজ্য ঝাড়খণ্ডের প্রথম সংখ্যালঘু আযোগ (Mainority Commision) ২০০১ এ গঠন হয়, প্রথম আযোগের চেয়ারম্যান হন শ্রী নির্মল চ্যাটার্জি এবং প্রতিটি রাজ্য সরকারের গঠিত প্রতিটি সংখ্যালঘু আযোগে বাংলাভাষীদের যোগ্য মানসন্মান দেওয়া হয়েছিল কিন্তু নবগঠিত সংখ্যালঘু আযোগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাংলাভাষীদের কোনো প্রতিনিধিকে মনোনীত করা হয়নি যা সমগ্র বাংলা সমাজের কাছে অত্যন্ত অপমানজনক ।

ঝাড়খণ্ড বাংলাভাষী উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে সমিতির রাজ্য সহসভাপতি শ্রী উদয়ন বসু সদস্য শ্রী জগৎজ্যোতি রায়, শ্রী ভজন কর্মকার,শ্রী প্রবীর মুখার্জি,শ্রী বিকাশ রায় মহাশয় গঠিত প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে প্রতিবাদ সহ দাবি পত্র দেওয়া হয়।

সকল বাঙ্গালীর মিলন স্থল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে ১৪ ই সেপ্টেম্বর,বৃহস্পতিবার,২০২৩ সাকচিতে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বঙ্গ সমাজকে অপমান করার তীব্র প্রতিবাদ করা হয় এবং অবিলম্বে রাজ্যের সংখ্যালঘু আযোগে বাংলাভাষী প্রতিনিধি মনোনীত করার দাবি জানানো অন্যথা রাজ্যজুড়ে প্রতিটি জেলায় তীব্র আন্দোলন করা হবে।

সাময়িকী

স্বামী বিবেকানন্দের কুমারী পূজা

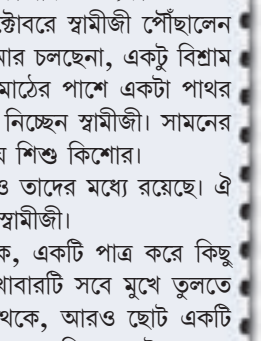

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

১৮৯৮ সাল।

চিকাগো থেকে ফেরার পর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। স্বামীজী বসে আছেন বেলুড় মঠের গঙ্গার তীরে। শীতের বিকালের শেষ রোদ গঙ্গার ঢেউয়ের বিভঙ্গে লুকোচুরি খেলছে তখন।

স্বামীজীর পাশেই বসে আছেন, তাঁর বিদেশিনী শিষ্যা ভগিনী নিবেদিতা।

নৈস্বর্গীক নিস্তব্ধতা ভেঙে, জলদগম্ভীর কন্ঠে স্বামীজী বলে উঠলেন, না, সিস্টার, এই ভাবে বসে বসে সময় নষ্ট করা ঠিক হচ্ছেনা।

সিস্টার, বলুন স্বামীজী কি করতে হবে?

স্বামীজী, সারা পৃথিবী কে আমি ভারতীয় দর্শন তো বোঝালাম কিন্তু আমি নিজে কি আজও ভারত মাকে জানার চেষ্টা করেছি?তাই ভাবছি পায়ে হেঁটে আমি ভারত মাকে দর্শন করবো। তুমি কি পারবে আমার সঙ্গে যেতে?

সিস্টার,, এ তো আমার পরম সৌভাগ্য স্বামীজী, এই দেশটাকে আমি আমার নিজের দেশ ভেবে সব ছেড়ে চলে এসেছি। এই দেশকে চেনা জানার সৌভাগ্য আমি অর্জন করতে চাই। যত কষ্টই হোক, আমি আপনার সঙ্গে যাব স্বামীজী।

যেমন ভাবা, তেমন কাজ।

দক্ষিণের কন্যাকুমারী থেকে শুরু হলো পায়ে হেঁটে ভারত দর্শন। গন্তব্য স্থান হলো উত্তরের কাশ্মীর উপত্যকা।

টানা প্রায় ৬ মাস পথ চলে, অক্টোবরে স্বামীজী পৌঁছালেন কাশ্মীর। ক্লান্ত অবসন্ন শরীর,পা আর চলছেনা, একটু বিশ্রাম চাইছে। উপত্যকার একটা ফাঁকা মাঠের পাশে একটা পাথর খন্ডের উপর বসে ক্ষণিক বিশ্রাম নিচ্ছেন স্বামীজী। সামনের মাঠে খেলা করছে কয়েকটি স্থানীয় শিশু কিশোর।

একটি বছর পাঁচেকের শিশুকন্যাও তাদের মধ্যে রয়েছে। ঐ কন্যাটির দিকে একদৃষ্টে দেখছেন স্বামীজী।

কন্যাটির মা, তাঁর মেয়েকে ডেকে, একটি পাত্র করে কিছু খাবার দিয়ে গেলেন। মেয়েটিও খাবারটি সবে মুখে তুলতে যাবে এমন সময়ে, আরও দূর থেকে, আরও ছোট একটি ছেলে চিৎকার করে নিজেদের ভাষায় কিছু একটা বলতে বলতে মেয়েটির কাছে ছুটে এলো।

মেয়েটি নিজের মুখের খাবারটা রেখে দিলো আবার পাত্রের মধ্যে। খাবার সমেত পাত্রটি এগিয়ে দিলো ঐ ছেলেটির দিকে। স্বামীজীও উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

চিৎকার করে বললেন - সিস্টার আমি পেয়ে গেছি।

সিস্টার, কি পেলেন স্বামীজী?

স্বামীজী, মা দূর্গাকে পেয়ে গেছি।ভারত মাকে খুঁজে পেয়েছি।

স্বামীজী,,ঐ দ্যাখো সিস্টার,যে মেয়েটা নিজের মুখের খাবার, হাসতে হাসতে ভাইয়ের মুখে তুলে দিতে পারে, যুগ যুগ ধরে সেই তো আমার মা দূর্গা!সেই তো আমার ভারত মাতা!

স্বামীজী,, সিস্টার, তুমি পূজার উপকরণ সাজিয়ে ফেল। আগামীকাল দূর্গাপূজার অষ্টমীতে এই মেয়েটিকেই আমি ক্ষীর ভবানী মন্দিরে, দূর্গার আসনে বসিয়ে কুমারীপূজা করবো। আমি যাচ্ছি মেয়েটির বাবার সঙ্গে কথা বলতে।

হঠাৎ স্বামীজীর রাস্তা আটকে দাঁড়ালেন কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাশ্মীরী পন্ডিত।

পন্ডিতেরা বলে উঠলেন,, স্বামীজী,দাঁড়ান। আপনি না জেনে বুঝেই ভুল করতে যাচ্ছেন। ঐ মেয়েটিকে আপনি কখনোই দূর্গা রূপে পূজা করতে পারেন না।ওর জন্ম মুসলমান ঘরে। ওর বাবা একজন মুসলমান শীকারা চালক, ও মুসলমানের মেয়ে।তাদের কথা শুনে

স্বামীজীর কান দুটো লাল হয়ে গেছে।

চোয়ালটা শক্ত হয়ে উঠেছে।

গম্ভীর গলায় স্বামীজী বললেন,,,

আপনারা আপনাদের মা দূর্গাকে হিন্দু আর মুসলমানের পোষাক দিয়ে চেনেন।

আমি আমার মা দূর্গাকে অন্তরাত্মা দিয়ে চিনি।

ঐ মেয়েটির শরীরে হিন্দুর পোষাক থাক বা মুসলমানের পোষাক থাক,ওই আমার মা দূর্গা।

আগামীকাল ওকেই আমি দূর্গার আসনে বসিয়ে পূজা করবো।

পরেরদিন সকাল।

দূর্গাপূজার অষ্টমী।

ক্ষীর ভবানী মন্দিরে ঘন্টা বাজছে, শাঁখ বাজছে।

মুসলমানের মেয়ে, বসে আছে দূর্গা সেজে।

পূজা করছেন, হিন্দুর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দ।

পূজার উপকরণ সাজিয়ে দিচ্ছেন, খ্রীষ্টান ঘরে জন্ম নেওয়া ভগিনী নিবেদিতা।

এই হলো মহামানবের দূর্গা পূজা। এই হলো মানবিকতার দূর্গা পূজা।

মা আমাদের সবার। জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে মা সবার। মায়ের কোনো জাত ধর্ম নেই, থাকে না।

তারপর থেকে বেলুড় মঠে কুমারী পূজা শুরু হয়।

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই ইনস্টিটিউটে এম বিশ্বেশ্বরায়ের জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে

জামশেদপুর ঃ সেরাইকেলা খরসাওয়ান জেলার অন্তর্গত নিমডিহ ব্লকের লুপুংডিহে অবস্থিত নারায়ণ প্রাইভেট আইটিআই ইনস্টিটিউটে ইঞ্জিনিয়ারিং দিবস উপলক্ষে এম বিশ্বেশ্বরায়র জন্মবার্ষিকী পালিত হয়েছে। এ উপলক্ষে এম বিশ্বেশ্বরায়র প্রতিকৃতিতে ফুল অর্পণ করা হয়। অনুষ্ঠানে, ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ জটা শঙ্কর পান্ডে বলেন যে বিশ্বেশ্বরায় ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৬০ সালে মহীশূর রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর বাবা শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ছিলেন একজন সংস্কৃত পণ্ডিত ও আয়ুর্বেদিক ডাক্তার এবং মা ভেঙ্কচাম্মা ছিলেন একজন ধার্মিক মহিলা। বিশ্বেশ্বরায় যখন ১৫ বছর বয়সী তখন তাঁর বাবা মারা যান। তিনি চিকবল্লাপুর থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় শেষ করেন এবং আরও পড়াশোনার জন্য ব্যাঙ্গালোরে যান। ১৮৮১ সালে, বিশ্বেশ্বরায় ব্যাঙ্গালোরের মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট্রাল কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এর পরে তিনি মহীশূর সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছিলেন এবং তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য পুনার সায়েন্স কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮৩ সালে, তিনি এলসিএ এবং এফসিএ পরীক্ষায় প্রথম হন। ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করার পর, বিশ্বেশ্বরায় বোম্বে সরকারের কাছ থেকে একটি চাকরির প্রস্তাব পান এবং তিনি নাসিকে একজন সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে চাকরি পান। একজন প্রকৌশলী হিসেবে তিনি অনেক আশ্চর্যজনক কাজ করেছেন। তিনি সিন্ধু নদী থেকে শুক্কুর গ্রামে জল সরবরাহ করেন এবং একটি নতুন সেচ ব্যবস্থা 'ব্লক সিস্টেম'ও চালু করেন। তিনি বাঁধে ইস্পাতের দরজা লাগিয়েছিলেন, যাতে বাঁধ থেকে জলের প্রবাহ সহজেই বন্ধ করা যায়। মহীশূরে কৃষ্ণরাজা সাগর বাঁধ নির্মাণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিশ্বেশ্বরায় এরকম আরও অনেক কাজ করেছেন, যার তালিকা অফুরন্ত। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অ্যাডভোকেট নিখিল কুমার, জয়দীপ পান্ডে, শান্তি রাম মাহাতো, পবন মাহাতো, অজয় মণ্ডল প্রমুখ।

নজিরবিহীনভাবে বিধানসভায় গুরু চরণ মহাবিদ্যালয় সহ একসাথে মোট ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল গৃহীত

প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা করে অর্থ বরাদ্দ সরকারের মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর, বিল সংক্রান্ত আলোচনায় শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়কদের অংশগ্রহণ

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ ঐতিহাসিক এবং নজিরবিহীন। বিধানসভায় একসাথে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল গৃহীত করার ঘটনা রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম। অসম বিধানসভার অধিবেশনে বারাক উপত্যকার গুরু চরণ মহাবিদ্যালয় সহ রাজ্যের মোট ছয়টি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় উন্নতিকরনের বিল গৃহীত হয়েছে। এদিন বিধানসভা উত্থাপন করা বিলগুলোর মধ্যে রয়েছে দ্যা নগাঁও ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩, দ্যা গুরু চরণ ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩, দ্যা বঙাইগাঁও ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩, দ্যা নর্থ লক্ষীপুর ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩, দ্যা শিবসাগর ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩ এবং দ্যা জগন্নাথ বরা ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩। বিধানসভায় উত্থাপন করা প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা করে সরকার অর্থ বরাদ্দ করেছে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু। উল্লেখ্য পূর্বে বিধানসভায় বিল উত্থাপন করার পর দফায় দফায় বিরোধী পক্ষের সংশোধনী প্রস্তাবের বিপরীতে শাসক পক্ষের মন্ত্রীর বক্তব্য রাখার নিয়ম ছিল। কিন্তু এবার এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে এই বিল সংক্রান্তে সাধারণ আলোচনার আযয়োজন করা হয় যেখানে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা অংশগ্রহণ করেছেন। দ্যা নগাঁও ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩ আলোচনার জন্য উত্থাপন করলেও সামগ্রিকভাবে একসাথে মোট ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল নিয়ে সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আলোচনায় একদিকে শাসক পক্ষের বিধায়করা ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল সংক্রান্তে ইতিবাচক মন্তব্য করার বিপরীতে বিরোধী পক্ষের বিধায়করা এক্ষেত্রে কয়েকটি সংশোধনী উত্থাপন করে সেটা বিবেচনার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান। অবশেষে বিরোধী পক্ষের যাবতীয় সংশোধনী খারিজ করে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি এই ছয়টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিল পাস করার কথা ঘোষণা করেন। বিধানসভা অধিবেশনের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার দ্যা নগাঁও ইউনিভার্সিটি বিল ২০২৩ আলোচনার জন্য উত্থাপন করে সামগ্রিকভাবে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্তে আযয়োজিত আলোচনায় শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন বিধায়ক অংশগ্রহণ করেছেন। এই আলোচনা শুরুতে কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ বলেন রাজ্যে বর্তমান কার্যক্রম থাকা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বাইরে থেকে উপাচার্য নিযয়োগ করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে অসমে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব রয়েছে কি সেই প্রশ্ন উত্থাপন করে তিনি বলেন নতুন করে উত্থাপন করা ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের জুরিডিকশন কি হবে সেটা সরকারকে জানাতে হবে। তাছাড়া এই বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর অধীনে কোনো কোনো মহাবিদ্যালয় এফিলিয়েটেড হবে সেক্ষেত্রেও বিস্তারিত তথ্য জানানোর জন্য সরকারের কাছে দাবি উত্থাপন করেছেন কংগ্রেস বিধায়ক ভরত চন্দ্র নরহ। এরপর পর্যায়ক্রমে বিজেপি, এআইইউডিএফ, অগপ, কংগ্রেস ইত্যাদি প্রত্যেক দলের বেশ কয়েকজন বিধায়ক নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। এর জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য একটাই যে একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে ছাত্র ছাত্রীদের সার্টিফিকেট ডিগ্রি কিংবা ডিপ্লোমা দেবার ক্ষমতা রয়েছে। মহাবিদ্যালয় গুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিটেড হয়ে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে। বর্তমান রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এফিলিয়েটেড মহাবিদ্যালয় গুলোর ক্ষেত্রে অধিক সময় দেওয়ার ফলে নিজেদের মানদন্ড উন্নতি করার ক্ষেত্রে মনোননিবেশ করতে পারছে না। এর ফলেই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে বর্তমানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে চাপ কমানোর প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। ফলে এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিজেদের মানদন্ড তথা শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে নিজস্বভাবে নানা পদক্ষেপ নেওয়ার সুযোগ পাবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী বলেন ইউজিসি নিয়ম মেনে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচটি বিভাগ শুরু করার ক্ষেত্রে একজন প্রিন্সিপাল একজন প্রফেসর দুজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর এবং চারজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের প্রযয়োজনীয়তা থাকে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ন্যূনতম ১০০ বিঘা, জমে থাকা প্রযয়োজন। যেহেতু রাজ্যের ছয়টি মহাবিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নতিকরণ করা হচ্ছে ফলে বিশ্ববিদ্যালয় শুরু করার জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামো বর্তমান হাতে রয়েছে। তবে পর্যায়ক্রমে এই পরিকাঠামো এবং ফ্যাকাল্টি নিযুক্তি বৃদ্ধি করতে হবে বলে ইউজিসি ইতিমধ্যে সরকারকে জানিয়ে রেখেছে। তিনি বলেন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ কোটি টাকা করে অর্থ বরাদ্দ করেছে সরকার। মহাবিদ্যালয়ে বর্তমান কর্মরত থাকা প্রিন্সিপালদের তাদের বাকি চাকরি জীবনে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টারার হিসাবে নিযয়োগ করা হবে। তাছাড়া যোগ্যতা মর্যাদা অনুযায়ী তাদের রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগে নিযয়োগ করা যেতে পারে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া এবার থেকে বিষয় হিসেবে যেকোনো মহাবিদ্যালয় এক বা একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এফিলিটেড হতে পারবে। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সিকিউটিভ কমিটি বোর্ডে বিধানসভার অধ্যক্ষ নির্বাচিত করে দেওয়া দুজন বিধায়ক সদস্য হিসাবে থাকবেন বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

পি এম কে এএস ওয়াই প্রকল্পের অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান ১০ কোটি টাকা অনুদান পাওয়া প্রসঙ্গে উত্তাল অসম বিধানসভা

কংগ্রেসের প্রতিবাদে দুইবার সদন স্থগিত, বিরোধী পক্ষের সদন ত্যাগ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সম্পূর্ণ নজিরবিহীন ভাবে পরপর দুইবার সদন স্থগিত করতে বাধ্য হলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। কংগ্রেসের বিধায়কদের পাশাপাশি নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদারের ব্যাপক প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে ওঠে অসম বিধানসভা অধিবেশন। মূলত পি এম কে এএস ওয়াই প্রকল্পের অধীনে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান প্রাইড ইস্ট এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১০ কোটি টাকা অনুদান মঞ্জুরি পাওয়া প্রসঙ্গে বিরোধীপক্ষ বিধানসভায় অনুষ্ঠান পরিবেশের সৃষ্টি করেছে।

উল্লেখ্য অসম বিধানসভা অধিবেশনের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি শূন্য কালীন ঘন্টা ঘোষণা করেন। এরপরেই বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন কংগ্রেসের তরফে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার স্ত্রীর প্রতিষ্ঠান প্রাইড ইস্ট এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেডের নামে ১০ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে পাওয়া সংক্রান্তে আলোচনার জন্য একটি সভা স্থগিত প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। এর জবাবে অধ্যক্ষ বলেন এই সভা স্থগিত প্রস্তাব তিনি পেয়েছেন। তবে যাবতীয় বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করার পর এটা তিনি খারিজ করে দিয়েছেন বলে জানান অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি। তিনি বলেন এটা সম্পূর্ণ এক ব্যক্তিগত বিষয়। তাছাড়া বিষয়টি সাম্প্রতিক নয়। ফলে এক্ষেত্রে আলোচনার জন্য আগের থেকেই নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল। তাছাড়া এই সভা স্থগিত প্রস্তাব ইন অর্ডারে নেই। এর ফলেই এটা খারিজ করা হয়েছে।

বিধানসভার অধ্যক্ষের এই ঘোষণার পরেই হাতে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে কংগ্রেসের বিধায়করা অধ্যক্ষের আসনের সামনে চলে এসে সভা স্থগিত প্রস্তাবের অনুমতি দেওয়ার জন্য দাবি জানানো শুরু করেন। একই সঙ্গে বিরোধীপক্ষ স্লোগান পর্যন্ত দিচ্ছিল। কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গে ছিলেন বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার। অধ্যক্ষ বারংবার বিরোধীপক্ষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে এই প্রস্তাব কোনভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। তাছাড়া তিনি বলেন আগের থেকে পরিকল্পনা করে এই প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে বিধানসভায় হলুস্থুল পরিবেশ সৃষ্টি করা হচ্ছে। কিন্তু বিরোধীপক্ষকে বহুবার বোঝানোর পরেও কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গে বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার নিজেদের প্রতিবাদ আরো জোরালো ভাবে শুরু করেন। অবশেষে বাধ্য হয়ে সকাল ১০ঃ৩৩ নাগাদ ১৫ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত করার কথা ঘোষণা করেন অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি।

এরপর ১০ঃ৫০ নাগাদ ফের বিধানসভার কার্যপ্রণালী শুরু হয়। কিন্তু বিধানসভার কাজকর্ম শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী পক্ষের বিধায়করা একইভাবে হাতে হাতে প্লে কার্ড নিয়ে প্রতিবাদ জানানো শুরু করেন। প্রত্যেক বিধায়ক নিজের আসন ত্যাগ করে অধ্যক্ষের আসনে সামনে এসে প্লেকার্ড দেখিয়ে সভা স্থগিত প্রস্তাবের অনুমতির জন্য দাবি জানানো শুরু করেন। অধ্যক্ষ বলেন বিধানসভায় এভাবে প্লেকার্ড দেখানো উচিত নয়। বিরোধী পক্ষের বিধায়কদের নিজেদের আসনে গিয়ে বসার বারংবার অনুরোধ জানান তিনি। কিন্তু বিধায়করা অধ্যক্ষের কথার বিন্দুমাত্র তোয়াক্কা না করে নিজেদের প্রতিবাদ অব্যাহত রাখেন। অবশেষে বিধানসভার অধ্যক্ষ ফের একবার ১০ মিনিটের জন্য সদন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়ে নিজের আসন ত্যাগ করে চলে যান।

তবে ১১ টা নাগাদ ফের একবার বিধানসভার কার্যসূচি শুরু হওয়ার পর বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন অধ্যক্ষ যদি তাদের এই সভা স্থগিত প্রস্তাব মেনে নেন তাহলে খুব ভালো হতো। কিন্তু অধ্যক্ষ একথায় গুরুত্ব না দেওয়ার ফলে বিধায়ক অখিল গগৈ এবং মনোরঞ্জন তালুকদারের সঙ্গে কংগ্রেস বিধায়করা হাতে হাতে পুনরায় প্লেকার্ড নিয়ে অধ্যক্ষের আসনের সামনে এসে প্রতিবাদ জানানো শুরু করেন। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি বলেন বিধানসভার ভিতরে এভাবে ধর্না, আঃদোলন করা যায় না। এভাবে হাতে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে প্রদর্শন করাও নিয়ম বহির্ভূত কাজ। ফলে এক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের বিধায়কদের শান্ত হয়ে নিজের নিজের আসনে গিয়ে বসার অনুরোধ জানান তিনি। অবশেষে বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়া বলেন যেহেতু অধ্যক্ষ সভা স্থগিত প্রস্তাব গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছেন ফলে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধীপক্ষ সদন ত্যাগ করতে চলেছে। এটা বলেই কংগ্রেস বিধায়কদের সঙ্গে বিধায়ক অখিল গগৈ এবং সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার সদন ত্যাগ করেন। তবে সম্পূর্ণ এই প্রতিবাদ কার্যসূচিতে এআইইউডিএফ নীরব ভূমিকা পালন করেছে। তবে শেষবারের মতো বিরোধীপক্ষের সদন ত্যাগ করার সময় এআইইউডিএফ এর একাংশ বিধায়ক বিরোধী পক্ষের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেও দলটির এক দুজন বিধায়ক নিজেদের আসনেই বসে ছিলেন। ফলে এক্ষেত্রে এআইইউডিএফ এর সদন ত্যাগ আংশিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। তবে বিধানসভায় বিভিন্ন বিল উত্থাপন হওয়ার আগ মুহূর্তে বিরোধী পক্ষের বিধায়করা পুনরায় সদনে প্রবেশ করে নিজেদের আসনে বসে পড়েন।

অক্টোবরে শিক্ষক নিযুক্তি প্রক্রিয়া, দুর্গাপূজার এক সপ্তাহের আগের থেকে রাজ্যে ফের শিক্ষক বদলি করণ প্রক্রিয়া শুরু হবে বলে মন্তব্য শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগুর

বর্তমান শিক্ষকদের রেশনালাইজেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ এক সময় রাজ্যে শূন্য শিক্ষক থাকা বহু বিদ্যালয় ছিল। তবে বর্তমান অসমে শিক্ষক ছাড়া কোনো বিদ্যালয় নেই। ন্যূনতম একজন শিক্ষক হলেও প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন। বর্তমান রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা ষষ্ঠম হয়ে উঠেছে। বিজেপি বিধায়ক অজয় কুমার রায় বিজনী বিধানসভা কেন্দ্রে ৭২ টি বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র একজন শিক্ষক শিক্ষাদান করে থাকা বিষয়টি উত্থাপন করার পর এর জবাবে শিক্ষা মন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু এই কথাগুলো বলেছেন। তিনি বলেন বর্তমান শিক্ষক বদলি করণ প্রক্রিয়া বন্ধ অবস্থায় রয়েছে। তবে দুর্গাপূজার এক সপ্তাহের আগের থেকে রাজ্যে ফের শিক্ষক বদলি করণ প্রক্রিয়া শুরু হবে। বর্তমান শিক্ষকদের রেশনালাইজেশন প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। আগামী অক্টোবরে শিক্ষক নিযুক্তির প্রক্রিয়ার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি। বিধানসভা অধিবেশনের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার প্রশ্নোত্তর কালে শিক্ষকের অভাব সংক্রান্তে প্রশ্ন উত্থাপন করেন বিজিবি বিধায়ক অজয় কুমার রায়। এই প্রশ্নের জবাবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন অনলাইন আবেদন করার ভিত্তিতে শিক্ষক বদলি করনের প্রক্রিয়ার প্রথম পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে। এর মাধ্যমে ১২ হাজার শিক্ষক বদলি করুন করা হয়েছে। যেখানে শিক্ষকের অভাব রয়েছে সেই বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষকদের বদলি করা হয়েছে। শিক্ষক বদলি করনের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হওয়ার পর আপাতত এই প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু বলেন শিক্ষক বদলি করনের প্রক্রিয়া বন্ধ রেখে বর্তমান শিক্ষকদের রেশনালাইজেশনের কাজ চলছে। এর অর্থ একটি জেলার ভিতরে যেখানে বেশি শিক্ষক রয়েছে সেখান থেকে যে বিদ্যালয় শিক্ষক কম রয়েছে সেখানে শিক্ষকদের পোস্টিং দেওয়া। আগামী দূর্গা পূজার এক সপ্তাহ পূর্বে পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। এটা শেষ হলেই পুনরায় শিক্ষকদের বদলীকরন প্রক্রিয়া শুরু হবে। ষষ্ঠ তফসিলি এলাকায় বিশেষ টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে এবার সেখানে অধিক শিক্ষক নিযুক্তি দেওয়া সম্ভব হবে। তাছাড়া আগামী অক্টোবরে শিক্ষক নিযুক্তির প্রক্রিয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু।

বিধানসভায় অসম পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল ২০২৩ গৃহীত

এই আইনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধীর গ্রাম্য স্বরাজের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে বলে মন্তব্য বিধায়ক কৌশিক রায়ের, বিল নিয়ে আলোচনায় শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের অংশগ্রহণ, মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের জবাব

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ অবশেষে অসম বিধানসভায় গৃহীত হলো অসম পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল ২০২৩। পূর্বে বিধানসভায় বিল উত্থাপন করার পর দফায় দফায় বিরোধী পক্ষের সংশোধনী প্রস্তাবের বিপরীতে শাসক পক্ষের মন্ত্রীর বক্তব্য রাখার নিয়ম ছিল। কিন্তু এবার এই ব্যবস্থা পরিবর্তন করে এই বিল সংক্রান্তে সাধারণ আলোচনার আযয়োজন করা হয় যেখানে শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা অংশগ্রহণ করেছেন। একদিকে শাসক পক্ষের বিধায়করা এই সংশোধনী বিলের যাবতীয় সুব্যবস্থা তুলে ধরার প্রয়াস করেন। অন্যদিকে বিরোধীপক্ষের বিধায়করা এই আলোচনার মধ্যেই নিজেদের সংশোধনী উত্থাপন করে সেটা বিবেচনার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানানোর পাশাপাশি বিলটিকে সিলেট কমিটিতে পাঠানোর দাবি জানান। অবশেষে বিরোধী পক্ষের যাবতীয় সংশোধনী খারিজ করে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি এই বিল পাস করার কথা ঘোষণা করেন। বিধানসভা অধিবেশনের চতুর্থ দিন বৃহস্পতিবার মোট ২৩ টি বিল নিয়ে হাজির হয়েছিল শাসক পক্ষ। এর মধ্যে অন্যতম ছিল অসম পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল ২০২৩। এই বিল সংক্রান্তে আযয়োজিত প্রায় আড়াই ঘন্টা যাবত আলোচনায় শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়করা অংশ নিয়ে নিজেদের মতামত তুলে ধরেন। শাসক পক্ষের হয়ে বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন পঞ্চায়েত সংশোধনী বিল একটি সময়োপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। নতুন সংশোধনী ব্যবস্থায় পঞ্চায়েতের অধীনের জনসংখ্যা নিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ জনতার ঘনত্বের উপরে পঞ্চায়েতের এলাকা নির্ধারণ করার পাশাপাশি ডেনসিটি হিসাবে এ বি সি করে ভাগ করে দেওয়ার ফলে পঞ্চায়েতে কাজ করতে সুবিধা হবে। কারণ এর আগে কিছু পঞ্চায়েতের অধীনে একদিকে যদি ১০ থেকে ২০ হাজার জনসংখ্যা থাকতো অন্যদিকে এর বহু কম জনসংখ্যা থাকা পঞ্চায়েত দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপে বরাক উপত্যকায় দোলুগ্রামে থাকা মাত্র ১৩০০ জনসংখ্যার পঞ্চায়েতের কথা উল্লেখ করেন তিনি। তাছাড়া ওয়ার্ড সভা আযয়োজনের কথাও এই বিলে রয়েছে। এর মাধ্যমে এলাকার দাবি পূরণ সম্ভব হবে। পঞ্চায়েত সভাপতি পদ বিলুপ্ত করে সদস্যদের মধ্যে থেকেই সভাপতি নির্বাচনের বিষয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। তাছাড়া আড়াই বছর পর্যন্ত সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব না নিতেপাড়ার সিদ্ধান্ত একটি উচিত ব্যবস্থা বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেছেন।

বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায় বলেন এই আইনের মাধ্যমে মহাত্মা গান্ধী গ্রাম্য স্বরাজ নিয়ে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেটা বাস্তবায়িত হবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাসের নেতৃত্বে এই কাজ হতে চলেছে। তাছাড়া রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন ছাড়াই পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি রয়েছেন যাদের রাজনৈতিক কারণে নির্বাচিত করা হয় না। অবসরপ্রাপ্ত এই ধরনের রাজনীতির বাইরে থাকা ব্যক্তিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনে জড়িত করা যাবে। তাছাড়া জেলা পরিষদের অ্যাকাউঃট অডিট করানোর সিদ্ধান্ত ঐতিহাসিক সময়োপযোগী হয়েছে বলে মন্তব্য করেন বিজেপি বিধায়ক কৌশিক রায়।

কংগ্রেস বিধায়ক কমলাক্ষ্য দে পুরকায়স্থ বলেন মহাত্মা গান্ধী গ্রাম স্বরাজের কথা বলেছিলেন। রাজীব গান্ধী পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় ক্ষমতার হস্তান্তর করেছেন। তবে সরকার উত্থাপন করা পঞ্চায়েত সংশোধনী বিলে জেলা পরিষদের সদস্যের জন্য উচ্চতর মাধ্যমিক পাস, আঞ্চলিক পরিষদের জন্য মাধ্যমিক পাস এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যদের জন্য মাধ্যমিক পাসের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রযয়োজনের কথা উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকা বিধায়করা এবার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সদস্যদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার মাপকাঠির নির্ধারণ করছেন। তাছাড়া লোকসভা এবং বিধানসভা কেন্দ্রের কোন গঠনের মতন যেভাবে এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় পুনর্গঠন করা হচ্ছে এটা সরকারের এক অদ্ভুত ফর্মুলা অদ্ভুত ম্যাকানিজম বলে মন্তব্য করেন তিনি। কংগ্রেস বিধায়ক বলেন জনপ্রতিনিধিরা জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব করেন ভৌগলিক সীমানার প্রতিনিধিত্ব নয়। তবে এমন আইন প্রস্তুত করা উচিত নয় যেটা সাধারণ মানুষের কাছে হাসির পাত্র হওয়া যায়। সংশোধনী পঞ্চায়েত বিলে গ্রামাঞ্চলে কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা না থাকলেও সেখানে কর আরোপ করা ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি কংগ্রেস বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন বলেন গ্রামের মানুষদের ক্ষমতা দিতে হবে। রাজীব গান্ধী ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণে ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশেষে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ ৫০ মহিলা সংরক্ষণ বৃদ্ধি করেন। ২৯ টি বিভাগকে পঞ্চায়েতে হস্তান্তর করার লক্ষ্য ছিল কিন্তু সেটা আজ অবধি করা হয়নি। তাছাড়া জেলা পরিষদ এবং আঞ্চলিক পরিষদে দলীয় প্রতীকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও গ্রাম পঞ্চায়েতে কোন ধরনের দলীয় প্রতীক ব্যবহার করা হবে না। এর কারণ বর্ণনা করে তিনি বলেন হয়তো রাজ্য সরকার বিভিন্ন ইস্যু যাতে পঞ্চায়েতে রিফলেকশন না হয় সেটা ভেবে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের পরে পঞ্চায়েত নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে চাইছে সরকার। তবে লোকসভা নির্বাচনে আগে পঞ্চায়েত নির্বাচন আযয়োজন করা হবে কিনা সেটা সরকার থেকে জানতে চান তিনি।

এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম বলেন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্ন থাকা উচিত ছিল। তাছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য সংখ্যা ১০ থেকে ১১ করার দাবী জানান তিনি। বিধায়ক বলেন একইভাবে ওয়ার্ড সভায় ন্যূনতম উপস্থিতির সংখ্যা ন্যূনতম ৫০ থেকে ১০০ জন রাখা উচিত। কিসের ভিত্তিতে পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় অর্থ বরাদ্দ করার ব্যবস্থা রয়েছে সেটা স্পষ্টভাবে বিলে উল্লেখ নেই। সভাপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবের জন্য আড়াই বছর থেকে কমিয়ে এক বছর এবং পরবর্তী অনুষ্ঠার জন্য ছয় মাস করা উচিত। পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় সদস্যদের রিমুনারেশন এর পরিবর্তে বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করার দাবি জানিয়েছেন তিনি। এভাবে কংগ্রেস বিধায়ক নুরুল হুদা, এআইইউডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইসলাম সিনিয়র, বিজেপি বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন, ইউ পি পি এল বিধায়ক জয়ন্ত বসুমতারি, কংগ্রেস বিধায়ক আব্দুস রশিদ মন্ডল, সিপিআইএম বিধায়ক মনোরঞ্জন তালুকদার, এআইইউডিএফ বিধায়ক আশরাফুল হোসেন, কংগ্রেস বিধায়িকা নন্দিনী দাস, নির্দলীয় বিধায়ক অখিল গগৈ, বিজেপি বিধায়ক রূপজোতি কুর্মি প্রমুখ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের বিধায়কদের মতামত তুলে ধরার পর এর জবাবে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস বলেন আজকের দিনটি এক ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য দিন। প্রত্যেক বিধায়ককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে তিনি বলেন পূর্বে পঞ্চায়েত সভাপতি সরাসরি সাধারণ জনতা নির্বাচিত করতেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অনস্থা প্রস্তাব আসার পর তাকে সম্পূর্ণভাবে এক ঘরে করে দেওয়া হতো। তবে নতুন ব্যবস্থায় সদস্যদের মধ্যেই একজন সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হবেন। এর ফলে তিনি যদি অনাস্থা প্রস্তাবের শিকার হয়ে নিজের সভাপতির পদ হারান এরপরেও সদস্য হয়ে নিজের দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাবেন তিনি। পঞ্চায়েত নির্বাচনের ক্ষেত্রে দলীয় নেতার প্রতীক ব্যবহারে বাধারক করা হয়েছে। এর ফলে বহু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি পঞ্চায়েতে জড়িত হওয়ার সুযোগ পাবেন। সভাপতি যাতে ভালোভাবে কাজ করতে পারেন তার জন্যই আড়াই বছর পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করা যাবে না এই নিয়ম প্রস্তুত করা হয়েছে। বছরে ন্যূনতম একবার ওয়ার্ড সভা আযয়োজনের প্রস্তাব রয়েছে। ইতিমধ্যে কর্ণাটক রাজস্থানে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য রয়েছে বলে জানান তিনি।

সাকিবহৃদয়ের পর নাসুমমেহেদীদের লড়াই, ভারতকে ২৬৬ রানের লক্ষ্য

কোলম্বো ঃ (ওয়েবডেস্ক) ঃ আরও একটি ইনিংস, আরও একবার ব্যর্থ বাংলাদেশের টপ অর্ডার। দ্বিতীয় সারির ভারতের বিপক্ষেও আজ আগে ব্যাট করতে নেমে ৫৯ রানে ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। সেখান থেকে সাকিব আল হাসান (৮০) ও তাওহিদ হৃদয়ের (৫৪) জোড়া ফিফটি দলের রানটাকে দুই শ'র কাছাকাছি নিয়ে যায়। ভারতের সঙ্গে লড়াইয়ের মতো স্কোর এসেছে আসলে লোয়ার অর্ডারের সৌজন্যে। নাসুম আহমেদ (৪৪), শেখ মেহেদী হাসান (২৯) ও অভিষিক্ত তানজিম হাসানের (১৪) ব্যাটে ভর করে শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ তুলেছে ৮ উইকেটে ২৬৫ রান। ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ ৩ উইকেট নিয়েছেন শার্দূল ঠাকুর। আজকের ম্যাচটায় দুই দলেই কিছু পরিবর্তন প্রত্যাশিতই ছিল। খেলাটা এশিয়া কাপের ফাইনালিস্ট ভারতের বিপক্ষে হলেও এ ম্যাচ থেকে বাংলাদেশের পাওয়ার কিছু নেই বললেই চলে। টুর্নামেন্ট থেকে যে আগেই ছিটকে গেছে সাকিবের দল। তাই শেষ ম্যাচটায় দল নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট। মূল পেসার তাসকিন আহমেদ, হাসান মাহমুদ ও শরীফুল ইসলামকে বিশ্রাম দিয়ে দলে ফিরিয়ে আনা হয় মোস্তাফিজুর রহমানকে।

দ্বিতীয় পেসার হিসেবে অভিষেক হয় তানজিম হাসানের। ৯ মাস পর দলে ফেরেন এনামুল হকও। শেখ মেহেদী হাসান ও ওপেনার তানজিদ হাসান আজকের ম্যাচটা খেলছেন। ওদিকে পাঁচটি পরিবর্তন এনে একাদশ নামিয়েছে রোহিত শর্মার দলও। অভিষেক হয়েছে তিলক বর্মার।

এত পরিবর্তনের ম্যাচে বদলায়নি শুধু বাংলাদেশের টপ অর্ডারের ব্যর্থতা। মোহাম্মদ নাঈমের জায়গায় আজ তানজিদকে নিয়ে উদ্বোধনে নামেন লিটন দাস। ইনিংসের প্রথম বলেই মোহাম্মদ শামির করা প্যাডের ওপরের বলে ফ্লিক করে বাউন্ডারি মারেন তানজিদ। দ্বিতীয় ওভারেই শার্দূলের বলে কাভার ড্রাইভ আরও দুটি বাউন্ডারি মেরে তানজিদ ভালো শুরুরই আভাস দিয়েছিলেন। কিন্তু উদ্বোধনী জুটিটা জমতে দেননি শামি। তৃতীয় ওভারের প্রথম বলেই ভালো লেংথ থেকে ভেতরে আসা বলে লিটনকে বোল্ড করেন এই ডানহাতি পেসার। ২ বল খেলে কোনো রান না করেই আউট হন লিটন।

পরের ওভারে যে শার্দূলকে স্বাচ্ছন্দ্যে খেলছিলেন, তাঁকেই উইকেট দিয়েছেন তানজিদ। কম গতির একটি বলে পুল শট খেলতে গিয়ে বল টেনে আনেন স্টাম্পে। ১২ বলে ১৩ রানে থামে তানজিদের ইনিংস। বিপদের তখন শুরু মাত্র। ইনিংসের ষষ্ঠ ওভারে আবারও উইকেট হারায় বাংলাদেশ। ভারতের বিপক্ষে গত ডিসেম্বরে সর্বশেষ জাতীয় দলের হয়ে খেলা এনামুল তিনে নেমে ১১ বল খেলে ৪ রান করে আউট হন পুল শট খেলতে গিয়ে। ২৮ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়া বাংলাদেশ ইনিংসের হাল ধরতে পাঁচ নম্বরে পাঠানো হয় মেহেদী হাসান মিরাজকে।

কিন্তু ইনিংসের শুরু থেকেই মিরাজের ব্যাটে বলে হচ্ছিল না। শার্দূলের করা পাওয়ার প্লে'র শেষ ওভারে ব্যক্তিগত ৩ ও ৫ রানে দুইবার মিরাজের ক্যাচ ছাড়েন ভারতীয় ফিল্ডাররা। শর্ট মিড উইকেটে তিলক সহজ ক্যাচ ছাড়ার পর স্লিপে সূর্যকুমার যাদবও ক্যাচ লুফে নিতে পারেননি। তবে মিরাজ সে সুযোগটা কাজে লাগাতে পারেননি। ১৪তম ওভারে অক্ষর প্যাটেলের বলে স্লিপে ক্যাচ তোলেন মিরাজ। এবার রোহিতের দুর্দান্ত ক্যাচে থামে মিরাজের ২৮ বলে ১৩ রানের দৃষ্টিকটু ইনিংস।

মাত্র ৫৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশের ইনিংস যখন অন্ধকারে, তখন সুড়ঙ্গের শেষে আলো হয়ে আসে সাকিবহৃদয় জুটি। দুজন মিলে বাজে বলে বাউন্ডারি বের করেছেন, ভালো বলে ছিলেন সতর্ক। সাকিব ৬৭ বল খেলে ফিফটি করে যেভাবে এগোচ্ছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল ওয়ানডে ক্রিকেটের দশম সেঞ্চুরিটা বোধ হয় আজই হয়ে যাবে।

কিন্তু শার্দূলের স্লোয়ার বল স্টাম্পে টেনে এনে বোল্ড হন সাকিব। ৬টি চার ও ৩টি ছক্কায় ৮৫ বলে ৮০ রানের ইনিংস খেলেন বাংলাদেশ দলের অধিনায়ক। ফিফটি করেছেন হৃদয়ও। তাঁর ৮১ বলে ৫৪ রান বাংলাদেশের রানটাকে দুই শ'র কাছাকাছি পৌঁছে দেয়। ৫টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসটির ইতি ঘটে অসময়ে। ৪২তম ওভারে শামির বলে পুল শট খেলে স্কয়ার লেগ বাউন্ডারিতে ক্যাচ আউট হন তিনি।

বাংলাদেশ ইনিংসের বাকি পথটা পাড়ি দেয় নাসুম আহমেদের ব্যাটে চড়ে। ওয়ানডে ক্রিকেটে তো বটেই, লিস্ট 'এ' ক্রিকেটেও ক্যারিয়ার সেরা ইনিংস খেলে বাংলাদেশের রানটাকে আড়াই শ'র কাছাকাছি নিয়ে যান এই বাঁহাতি স্পিনার। ৪৮তম ওভারে প্রসিধ কৃষ্ণার বলে বোল্ড হওয়ার আগে ৪৫ বল খেলে ৬টি চার ও ১টি ছক্কায় ৪৪ রান করেন নাসুম। লড়াই করেছেন মেহেদী ও তানজিমও। দুজনের মিলে যোগ করেন ১৬ বলে আরও ২৭ রান।

জ্যোতিষীর পরামর্শে গড়া হয়েছিল ভারতের ফুটবল টিম?

কলকাতা ঃ ফুটবল হোক বা যে কোনও খেলা, টিম নির্বাচন করে থাকেন কোচ, নির্বাচকদের প্যানেল বা অধিনায়করা। তবে গত বছর ভারতের জাতীয় ফুটবল দলে কারা খেলবেন, সেটা না কি ঠিক করে দিয়েছিলেন একজন জ্যোতিষী!

এই তথ্য একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকে প্রকাশিত হওয়ার পরে তা নিয়ে এখন দেশের ফুটবল মহলে ব্যাপক আলোচনা চলছে।

আবার যুক্তিবাদীরা বলছেন খেলোয়াড় নির্বাচিত হবেন তার পারদর্শিতার ওপরে নির্ভর করে, কিন্তু জন্ম সময়, ঠিকুজি ইত্যাদি লক্ষণ 'শুভ' হলে তবেই জাতীয় দলে জায়গা পাবেন, এ কোন ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি?

খেলোয়াড় এবং ক্রীড়া সাংবাদিকরা অবশ্য বলছেন, ক্রীড়া মহলে বহু ধরণের কুসংস্কার রয়েছে বহু কাল ধরেই, এবং ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলের মতো মঞ্চেও এরকম কুসংস্কারের ছবি দেখা গেছে।

মূলত আফ্রিকার দেশ এবং লাতিন আমেরিকার দেশগুলিতে এধরণের কুসংস্কার খুব বেশি দেখা যায় বলে জানাচ্ছেন তারা।

ইংরেজি দৈনিক ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস তাদের প্রতিবেদনে জানিয়েছে ২০২২ সালের মে জুন মাসে এএফসি এশিয়ান কাপের কোয়ালিফাইং রাউন্ডের ম্যাচ চলাকালীন ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচের সঙ্গে দিল্লির এক জ্যোতিষীর প্রায় একশোটি মেসেজ আদানপ্রদান হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে মি. স্টিমাচ ভূপেশ শর্মা নামে ওই জ্যোতিষীকে একটি মেসেজ পাঠান, যাতে লেখা হয়েছিল, ১১ই জুনের এই তালিকার খেলোয়াড়দের প্রত্যেকের চার্টগুলি দেখে নিন।

আবার একই মেসেজ পাঠানো হয় আফগানিস্তানের সঙ্গে ম্যাচের দুদিন আগে। ওই ম্যাচে ভারত ২-১ গোলে জিতেছিল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই জ্যোতিষী উত্তর পাঠান। কারও সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, ভালো অথবা খুবই ভাল করার সম্ভাবনা আছে, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বর্জন করতে হবে।

কারও সম্বন্ধে আবার তার মন্তব্য, তার জন্য খুবই ভালো দিন কিন্তু বেশি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠতে পারে অথবার লিখেছেন, এদিনের জন্য সুপারিশ করা যাচ্ছে না।

খেলোয়াড়দের জন্ম তারিখ, সময় ইত্যাদি তথ্যও ওই জ্যোতিষীর কাছে পাঠানো হয়েছিল।

ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের তৎকালীন মহাসচিব কুশল দাস এই জ্যোতিষীর সঙ্গে মি. স্টিমাচের আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বলেও জানিয়েছে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস।

ওই সংবাদপত্রের কাছে মি. দাস বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন এবং এটাও জানিয়েছেন যে জ্যোতিষী ভূপেশ শর্মাকে ১২ থেকে ১৫ লাখ ভারতীয় টাকা দেওয়া হয়েছিল।

আবার সংবাদ সংস্থা পিটিআই ভারতীয় দলের এক সদস্যকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে যে প্রায় ১৬ লক্ষ ভারতীয় টাকার বিনিময়ে জ্যোতিষীর পরিষেবা নেওয়া হয়েছিল।

এই ঘটনা সামনে আসার পরে শুরু হয়েছে বিতর্ক।

ক্রীড়াপ্রেমীদের একটা অংশ এবং যুক্তিবাদী সংগঠনগুলি প্রশ্ন তুলছে একজন খেলোয়াড় তো নির্বাচিত হবেন তার দক্ষতার ওপরে ভিত্তি করে, সেখানে তার ঠিকুজিকুষ্ঠি আসবে কেন? পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ বলছে বর্তমানে ক্রীড়াবিজ্ঞান যে উচ্চতায় পৌঁছিয়ে গেছে, সেখানে একজন খেলোয়াড়কে তার জন্ম সাল, তারিখ সময় ইত্যাদির ওপরে নির্ভর করে নির্বাচন করা হবে, এটা মানা যায় না।

ওই মঞ্চের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ মহাপাত্র বলছিলেন, এটা খুবই পরিতাপের বিষয় যে ব্যক্তিগত নৈপুণ্য, তার পরিশ্রম বা তার স্কিল ওপরে ভরসা না করে তার ঠিকুজির ওপরে নির্ভর করে ঠিক করা হচ্ছে যে সে দলে থাকবে কী না।

একদিকে যখন বিজ্ঞান মনস্কতার জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি, তখন দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান মনস্কতা যাতে তৈরি না হয়, সেই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কিছু মানুষ। এর মধ্যে আবার দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় সরকারি বিভাগও এর মধ্যে যুক্ত হয়ে পড়ছে। এই ঘটনার ধিক্কার জানানো ছাড়া অন্য কিছু কি বলা যায়? বলছিলেন মি. মহাপাত্র।

আবার ক্রীড়াপ্রেমী ও শিক্ষক অয়ন চক্রবর্তীর কথায়, আমরা যখন জি টুয়েন্টি সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ্বের প্রথম সারির দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছি, আবার গণেশ ঠাকুরের হাতির মতো মাথাটা নাকি আদিকালে প্লাস্টিক সার্জারির নিদর্শন এসবও বলা হচ্ছে। একই ভাবে আমরা ফুটবলে সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টার মধ্যেই জ্যোতিষীকে দিয়ে টিম সিলেকশন করাচ্ছি। আমরা যে আসলে কোথাও এগোচ্ছি না, পিছিয়েই যাচ্ছি, তার প্রমাণ এই ঘটনা।

যদিও ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে 'এখনই কিছু বলা হবে না'।

তবে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের প্রতিবেদনটি সামনে আসার পরে মুখ খুলেছেন ভারতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচ নিজেই।

বিষয়টি নিয়ে তিনি সব তথ্য সামনে আনবেন খুব শীঘ্রই এমন কথা লিখেছেন সামাজিক মাধ্যম এক্সে (পূর্বতন টুইটারে)।

মি. স্টিমাচ এও বলছেন যে ওই সব তথ্য সামনে এলেই বোঝা যাবে যে কতটা এবং কে এই দেশের ফুটবলের জন্য যত্ন নেয়।

সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে একটু ভেবে নেবেন। ভারতকে ফুটবল খেলিয়ে দেশ হিসাবে তৈরি করার আমার স্বপ্নটা এখনও বেঁচে আছে, লিখেছেন ইগর স্টিমাচ।

প্রাক্তন জাতীয় অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া বলছেন ফুটবল মাঠের কুসংস্কার নতুন কোনও বিষয় নয়।

ইন্ডিয়া টুডে পত্রিকায় দেওয়া এক সাক্ষাতকারে মি. ভুটিয়া বলেছেন, এটা নতুন কিছু নয়। অনেক বিশ্ববিখ্যাত কোচ, বিশেষত আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলিতে জ্যোতিষীদের খুব মান্য করে কলকাতার ফুটবলেও মানা হয় এসব (সংস্কার)। খালিদ জামাল বা সুভাষ ভৌমিকরা অন্য দলের গোলপোস্টের কাছে ফুল রেখে দিতেন, জানিয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক।

কলকাতার সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক রূপক সাহা বলছিলেন ফুটবলখেলিয়ে দেশগুলোর মধ্যে আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকাতে কুসংস্কার ভীষণভাবে কাজ করে।

তার কথায়, এগুলো মূলত আফ্রিকার দেশে প্রচলিত ছিল, সেখান থেকে লাতিন আমেরিকায় গেছে।

ফুটবলে কুসংস্কারের প্রচলন সবথেকে বেশি আফ্রিকায়, সেখান থেকে লাতিন আমেরিকাতেও খুব চলে এসব। তবে স্টিমাচ তো ক্রোয়েশিয়ার মানুষ, ইউরোপ তো অনেক বেশি আলোকপ্রাপ্ত। তিনি এটা কেন করতে গেলেন জানি না, বলছিলেন মি. সাহা।

আমি নিজে ওয়ার্ল্ড কাপ কভার করার সময়ে ৯৮ সালের ফাইনালের দিন সকালে একটা ঘটনা দেখেছি। ব্রাজিল আর ফ্রান্স সেদিন ওয়ার্ল্ড কাপ ফাইনাল খেলবে। হোটেলের নীচে দেখি এক ব্রাজিলীয় দম্পতি কী একটা পোড়াচ্ছে। অনুমতি না নিয়েই ওরা কীসব পোড়াচ্ছিল, তা নিয়ে মারাত্মক ঝামেলা। আমি নীচে গিয়ে দেখি ফ্রান্সে সব ফুটবলারদের ছবি পোড়াচ্ছিল তারা। আমি জিজ্ঞাসা করাতে ভদ্রলোক বললেন যে তাদের একটা সংস্কার আছে ছবিগুলো পুড়িয়ে ছাইটা নিয়ে গিয়ে যদি গোলপোস্টের পেছনে রেখে দেওয়া যায় তাহলে ফ্রান্স গোল খেয়ে যাবে, ব্রাজিল জিতে যাবে, বলছিলেন রূপক সাহা।

সেবার অবশ্য ফ্রান্সই বিশ্বকাপ জিতেছিল।

তার কথায়, প্রত্যেকটা আফ্রিকান দেশ বিশ্বকাপ খেলতে যায় 'ওঝা' নিয়ে।

প্রত্যেকটা ওয়ার্ল্ড কাপে আফ্রিকার দেশগুলো যে সব ওঝা নিয়ে যায়, তাদের নিয়ে বেশ কাড়াকাড়ি পড়ে যায় দেখেছি। কিন্তু কোনওবার ওইসব ওঝার মন্তর টন্তর খাটে না, জানাচ্ছিলেন রূপক সাহা।

তিনি আরও বলছিলেন, বিদেশে শুধু নয়, কলকাতার ফুটবলেও এধরণের কুসংস্কার মানতে দেখেছেন তিনি।

রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার সামরিক সহযোগিতা নিয়ে উদ্বিগ্ন দক্ষিণ কোরিয়া

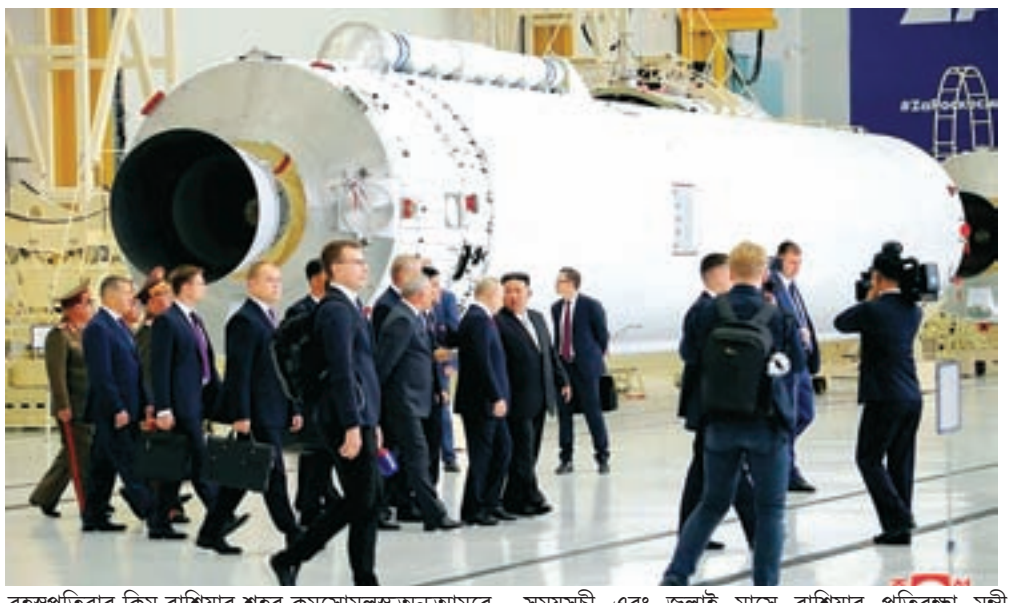

সিউল (ওয়েবডেস্ক)ঃ দক্ষিণ কোরিয়া দুঃখ প্রকাশ করেছে যে, রাশিয়া এবং উত্তর কোরিয়া তাদের নেতাদের বৈঠকে সামরিক সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা করেছে। সোওল পিয়ংইয়ং এবং মস্কোর মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়ার সম্ভাবনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

কর্মকর্তারা বলেছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল উত্তর কোরিয়া এবং রাশিয়ার মধ্যে সামরিক সহযোগিতার বিষয়ে গভীর উদ্বেগের ওপর জোর দিয়ে আগামী সপ্তাহে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তার ভাষণে ব্যাপারটি উল্লেখ করবেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং উন রাশিয়ার সর্বাধুনিক মহাকাশ বন্দর ভোস্টোচনি কসমোড্রোমে আলোচনার একদিন পর সোওল রাশিয়ার কূটনীতিকদের সাথে বৈঠকের চেষ্টা করছে। পিয়ংইয়ং এর রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, পুতিন উত্তর কোরিয়া সফরের জন্য কিমের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। দক্ষিণ কোরিয়ার ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মতে,পুতিনের সাথে কিমের বৈঠকের সময় আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামরিক সহযোগিতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এই বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়া পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে। রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার কিম রাশিয়ার শহর কমসোমলস্ক অন আমুরে সামরিক ও বেসামরিক বিমান চলাচল কারখানা পরিদর্শন করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বলেছে,তারা রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যে কিমের সময়সূচী এবং জুলাই মাসে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী সের্গেই শোইগুর পিয়ংইয়ং সফরের সময় রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যকার প্রস্তাবিত সম্ভাব্য নৌ মহড়ার দিকে নিবিড় ভাবে নজর রাখছে।

ভারত থেকে ফিরে যুক্তরাজ্যে বিরোধীদের কঠোর প্রশ্নের মুখে প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক

লন্ডন ঃ ভারতের রাজধানী দিল্লিতে গত ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া জি২০ শীর্ষ সম্মেলন নজিরবিহীন সাফল্য লাভ করেছে, সম্মেলন শেষে গত কয়েকদিন ধরেই এমন প্রচার চালাচ্ছে ভারতের কেন্দ্র সরকার তথা বিজেপি। সাফল্যের পুরো কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে দিতে বুধবার ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে দলের সদর দফতরে তাকে সংবর্ধনাও দেয় পদ্ম শিবির। পুষ্পবৃষ্টি করে বরণ করা হয় প্রধানমন্ত্রীকে। দলের পার্টির সদর দরজায় অমিত শাহ, রাজনাথ সিং, জেপি নাড্ডারা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদন জানাতে। সংসদের আসন্ন বিশেষ অধিবেশনেও জি২০র সাফল্য নিয়ে সরকার প্রস্তাব পাশ করাবে বলেও ঠিক হয়ে আছে।

এদিকে, এই সম্মেলনে যোগ দিতে এসে দিল্লিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে যুক্তরাজ্যের সংসদে কঠোর প্রশ্নের মুখে পড়েছেন যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাক। বিরোধীরা একের পর এক প্রশ্ন ছুড়ে দেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে।

লেবার পার্টির এমপি ব্যারি শিরম্যান প্রশ্ন করেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখে আমরা অনেকেই বেশ আপ্লুত হয়েছিলাম। জানতে চাই, মোদীর সঙ্গে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যখন একান্ত বৈঠক করেন তখন তিনি কি তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেন ইউক্রেন আক্রমণের জন্য রাশিয়ার নিন্দা করছে না ভারত? দ্বিতীয়ত, জানতে চাই, তিনি কি মোদীকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন ভারতে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের উপর নিপীড়ন, মসজিদ ও গির্জা জ্বালিয়ে দেওয়া এবং মানুষ হত্যা বন্ধে তিনি কী পদক্ষেপ করেছেন?

শুধু শিরম্যানই নন, যুক্তরাজ্যের বিরোধী দলনেতা সহ বিরোধী দলের একাধিক এমপি সুনাকের দিল্লি সফর এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচ্য নিয়ে তীক্ষ্ণ প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন ঋষি সুনাককে। তার মধ্যে শিরম্যান এর প্রশ্নটিই ছিল সবচেয়ে অস্বস্তির। সুনাক প্রশ্ন শোনা মাত্র উঠে দাঁড়ালেও স্পষ্ট জবাব দেননি। তিনি বলেন, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রকে সুরক্ষার বিষয়ে আমাদের কথা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, মণিপুরের ঘটনা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের মতো যুক্তরাজ্যের মানবাধিকার সংগঠনগুলিও সরব। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী মোদীর সময়ে ভারতে সংখ্যালঘু বিশেষ করে মুসলিম ও খ্রিস্টানদের উপর উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের হামলা এবং সরকারের ভূমিকা নিয়েও সরব সে দেশের নাগরিক সমাজ ও মানবাধিকার সংগঠনগুলি।

সুনাককে এক বিরোধী সাংসদ প্রশ্ন করেন, ২০১৫ সালে নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছিল ভারতকে উন্নয়ন সহায়তা করবে না যুক্তরাজ্য। সেই নীতি কি সরকার মানছে? ঋষি জবাব দেন, অবশ্যই মানা হচ্ছে। ভারতে যুক্তরাজ্য বিনিয়োগ অব্যাহত আছে। কিন্তু সরকারি তহবিল থেকে উন্নয়ন অনুদান দেওয়া হয় না।

যুক্তরাজ্যের সংসদের এই বিতর্ককে হাতিয়ার করেছে কংগ্রেস। সে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধীদের প্রশ্নবাণে নাস্তানাবুদ করার বিষয়টি উল্লেখ করে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা তথা দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম দেশবাসীর উদ্দেশে বলেছেন, সবাইকে বলব, ব্রিটিশ সংসদের এই বিতর্ক সংক্রান্ত রিপোর্টে চোখ বোলাতে। একজন প্রধানমন্ত্রী দেশে ফেরার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সংসদে বিরোধীদের প্রশ্নের মুখে পড়েছেন। বিতর্কে কে হারল আর কে জিতল সেটা বড় কথা নয়। বিরোধীদের শানিত প্রশ্নের তৎক্ষণাৎ জবাব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। যা ভারতে এখন কল্পনাই করা যায় না। যদিও জওহরলাল নেহরুর সময় ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মতোই বিতর্ক হত ভারতের সংসদে।

বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ, জি২০ সম্মেলনে আসা বিদেশি রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীই সবচেয়ে বেশি মন জয় করতে পেরেছেন ভারতের। লন্ডন থেকে দিল্লির বিমানে ওঠার সময়ই তিনি বলেন, দিল্লিতে জি২০ সম্মেলন এক সঠিক সিদ্ধান্ত। উপযুক্ত দেশেই সম্মেলন হচ্ছে। ভারতে পা রেখেই তিনি সরব হন যুক্তরাজ্যে খালিস্তানি জঙ্গি তৎপরতা নিয়ে। নিজেই ঘোষণা করেন, যুক্তরাজ্যকে খালিস্তানি জঙ্গি মুক্ত করা হবেই। জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তিনি ভারতের পাশে আছেন। লন্ডনে ফিরে জি২০র সাফল্য নিয়ে বিবৃতি দেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।

এর বিপরীত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। দিল্লিতে কূটনৈতিক সৌজন্য রক্ষা করলেও ভিয়েতনাম গিয়ে ভারত সরকারকে অস্বস্তিতে ফেলেছেন। দিল্লিতে তার ও প্রধানমন্ত্রী মোদীর যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন হয়নি। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, ভারত সরকারের আপত্তিতেই রীতি ভাঙতে হয়েছে। অতিথি দেশ না চাইলে তাদের কিছু করার থাকে না। যদিও দুই রাষ্ট্রপ্রধানের বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়াই যুক্তরাষ্ট্রের রীতি। দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠক না হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় তুমুল সমালোচনা হয় ভারতের।

ফলে ভিয়েতনামের রাজধানী হ্যানয় এ গিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেন মোদীর সঙ্গে তার আলোচনার নির্যাস জানান। বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আমি মানবাধিকার, গণতন্ত্র, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষার মতো বিষয়গুলি নিয়ে উদ্যোগী হতে বলেছি। রাজনৈতিক মহলের মতে, বাইডেন এর এই সিদ্ধান্তে নয়া দিল্লি অখুশি। যদিও সরকারিভাবে এখনও ভারতের বিদেশ মন্ত্রক এই ব্যাপারে কোনও প্রতিক্রিয়া দেয়নি।

টুকরো খবর

সহকর্মীর সাথে প্রেম ও বিয়ে, দেশে বিদেশে যেসব নিয়ম আছে

ঢাকা ঃ কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীর সাথে বিয়ে বা রোমান্টিক সম্পর্ক নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এবং প্রতিষ্ঠানে নানা ধরণের নিয়মকানুন রয়েছে। তবে অনেক সময় সম্পর্ক নিয়ে সরাসরি লিখিত কোন আইন না থাকলেও এ ধরণের ঘটনায় পরিস্থিতি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নেয় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নানা সময় সময় সহর্কমীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেটা বাংলাদেশে যেমন ঘটে, তেমনি পৃথিবীর নানা দেশেও হয়। এ ধরণের পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না হয় সেজন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সরকারি বেসরকারি চাকরিতে কিছু বিধিনিষেধ বা নিয়মকানুন রয়েছে। সাবেক মন্ত্রীপরিষদ সচিব আলী ইমাম মজুমদার বলেন, বাংলাদেশে সরকারি কর্মকর্তাদের বিয়ে বা প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের আচরণ বিধিমালায় কোন কিছু বলা নেই। তিনি জানান, বাংলাদেশের সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীরা ধর্মীয় এবং দেশের আইন অনুযায়ী বিয়ের যে বিধিবিধান আছে তা অনুসরণ করে উর্ধ্বতন বা অধস্তন যে কোনো সহকর্মীকে বিয়ে করতে পারেন। এর জন্য অনুমোদন দরকার হয় না। পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক বলেন, বিয়ে বা প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীদের জন্য আলাদা কোন নিয়ম নেই। তিনি জানান, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ১৯৭৯ সালের একটি আচরণ বিধিমালা আছে। যেখানে কী করা যাবে আর কী করা যাবে না তা বলা আছে। কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়ে কিছু বলা নাই। তবে নৈতিকতা পরিপন্থী যদি কোন কাজ কেউ করে তাহলে সেটি অপরাধ সমতুল্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে। এছাড়া বিবাহ, প্রণয় এগুলো বিষয়ে কিছু বলা নাই। এখন সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী একটা মেয়েকে ভালোবাসতে পারে, সেটা আপত্তি নাই, কিন্তু আরেক জনের ওয়াইফকে উনি ভালোবাসবেন এটা তো নৈতিকতা পরিপন্থী। এছাড়া কারো সাথে কোন ধরণের আশ্বাস দিয়ে সম্পর্ক তৈরি করা এবং পরে তা পূরণ না করে সম্পর্ক থেকে সরে যাওয়ার মতো ঘটনাও প্রতারণা এবং নৈতিকতা পরিপন্থী। একইভাবে স্ত্রী থাকা অবস্থায় অধস্তন কর্মকর্তার সাথে সম্পর্ক তৈরি করাটাও নৈতিকতার পরিপন্থী। বাংলাদেশের এ ধরণের ঘটনা অনেক সময় সামনে আসে জানিয়ে সাবেক এই পুলিশ প্রধান বলেন, একজন কর্মকর্তার অধীনে থাকা কোন কর্মকর্তার সাথে যদি তার সম্পর্ক তৈরি হয় এবং সে বিবাহিত হলে তার স্ত্রী এ বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করলে তার তদন্ত করা হয়। অভিযোগের সত্যতা পাইলে ওই নৈতিকতার অবক্ষয়ের জন্য তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা নেয়া হয়। আর অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি তার পরকীয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং তার স্ত্রী যদি তার অভিযোগ তুলে নেয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে নেয়া পদক্ষেপ তুলে নেয়া হয়। তার শাস্তি নিয়ে হয়তো আমরা আর আগাই না, কিন্তু তাকে ওয়ার্নিং দিয়ে রাখি যে, যদি ভবিষ্যতেও এ ধরণের কিছু হয় তাহলে সেটা অমার্জনীয় অপরাধ হবে, বলেন শহিদুল হক। আর যদি অভিযোগ না পাওয়া যায়, তাইলে তো হয় না, আমরা কিছু করতে পারি না। তবে সহকর্মী ছাড়াও বাইরের কোন নারীও যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তাহলেও একই নিয়ম অনুযায়ী তার তদন্ত করা ও ব্যবস্থা নেয়া হয় বলেও জানান পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক এ কে এম শহীদুল হক। বাংলাদেশে বেসরকারি সংস্থাগুলোতে সহকর্মীদের মধ্যে বিয়ে বা প্রণয়ের সম্পর্কের বিষয়ে তেমন কোন ধরাবাঁধা নিয়ম নেই বলে জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক মোঃ. আক্কাস আলী। তিনি বলেন, অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে বা বইপুস্তকে এ ধরণের কোন বিধি বা চর্চার বিষয়ে আলোচনা নেই। তবে একেকটি প্রতিষ্ঠান তাদের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী এ ধরণের পরিস্থিতির মোকাবেলা করে থাকে। উদাহরণ হিসেবে তিনি শিক্ষকতা পেশার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, এই পেশায় কোন শিক্ষক তার শিক্ষার্থীদের সাথে রোমান্টিক সম্পর্কে জড়ানোর নিয়ম নেই। তবে সেটি যদি উভয়পক্ষের সম্মতিতে ঘটে তাহলে সেখানে বাঁধা দেয়ারও কিছু নেই। এই পেশায় বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের বিষয়ে মি. আক্কাস বলেন, এ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোন নিয়ম নেই। তবে এ ধরণের সম্পর্কে সব সময়ই নিরুৎসাহিত করা হয়। যারা এই সম্পর্কে জড়িত তাদের স্বামী বা স্ত্রী যদি কোন ধরণের অভিযোগ করেন তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেয়া হয় বলে জানান তিনি। প্রতিষ্ঠান না করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না কেউ কমপ্লেইন করে। অন্তত একজনকে তো কমপ্লেইন করতে হবে, বলেন মি. আক্কাস। বাংলাদেশের একটি বেসরকারি ব্যাংক সিটি ব্যাংকের হেড অব এইচআর অপারেশন্স হাসান এমডি লাভলু বলেন, সাধারণভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সহকর্মীদের মধ্যে বিয়ের অনুমোদন রয়েছে। এনিয়ে নিষেধাজ্ঞা নেই। মি. লাভলু বলেন, তবে বিয়ের আগে যদি তারা এমন কোন কর্মকাণ্ড করেন যাতে প্রতিষ্ঠানের সুনামের উপর আঘাত আসে তাহলে সেটিকে বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরণের পদক্ষেপ নেয়া হয়। কারো পার্সোনাল ম্যাটারে সিটি ব্যাংক কখনোই কোন ইন্টারফেয়ার করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত ডিরেক্টলি সিটি ব্যাংকের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়, এমন কোন কাজ না করে, বলেন মি. লাভলু। এক্ষেত্রে যদি জড়িত ব্যক্তিদের স্বামীস্ত্রীরা এ বিষয়ে অভিযোগ করে তাহলে প্রাথমিকভাবে তাদেরকে সতর্ক করা হয়। এরপরও যদি একই ধরণের ঘটনা ঘটে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। গুগলের একজন মুখপাত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে অন্টারপ্রেনার ডট কম নামে একটি ওয়েবসাইটে বলা হয়, গুগল সহকর্মীদের মধ্যে রোম্যান্টিক সম্পর্ক গড়ে তোলাটা কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করে। বিশেষ করে যার কাছে কাজের জবাবদিহিতা করতে হয় এমন কর্মীর সাথে তার অধস্তন কর্মীর সম্পর্ককে নিরুৎসাহিত করা হয়। সবশেষ ২০১৩ সালের তথ্য অনুযায়ী, গুগল তার সব ভাইস প্রেসিডেন্ট বা এর চেয়ে উচ্চ পদমর্যাদার কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে তারা যাতে অফিসের মধ্যে কোন সম্পর্ক গড়ে উঠলে তা যদি স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করে তাহলে সে বিষয়ে কোম্পানির জেনারেল কাউন্সেল বিভাগ বা পিপলস অর্গানাইজেশন বিভাগকে অবহিত করে। বিশ্বের সুপরিচিত ইকমার্স কোম্পানি অ্যামাজন অফিসে স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি না হলে সহকর্মীদের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিষয়ে কোন শক্ত রীতি অনুসরণ করে না। যেমন, ম্যানেজার যদি তার অধীনস্থ কোন কর্মচারীর সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন তাহলে সেটি তাকে প্রকাশ করতে হবে। তবে কোম্পানিটির মধ্যে অনেক কর্মীই নিজেদের মধ্যে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন বলেও জানা যায়। ফেসবুকের নিয়মের মধ্যে রয়েছে, একজন কর্মচারী তার সহকর্মীকে একবার মাত্র সম্পর্ক গড়ার প্রস্তাব দিতে পারবে। এর বেশি নয়। মূলত কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বন্ধে পদক্ষেপের অংশ হিসেবে এমন নিয়ম করার কথা জানানো হয়। ভারতে সাধারণত বিয়ের বিষয়টি বিভিন্ন ধর্মে তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। কিন্তু সরকারি চাকরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন পরিস্থিতি উদ্ভূত হওয়ার পর সেটি ওই রাজ্যের নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০১৫ সালে ভারতের উত্তরপ্রদেশের একটি ঘটনার কথা। ভারতের ইকনোমিকটাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০১৫ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তার এক রায়ে উল্লেখ করেছিলো যে, উত্তর প্রদেশ সরকারের বিধান অনুযায়ী, সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে প্রথম স্ত্রী থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করতে হলে আগে থেকে সরকারের অনুমতি নিতে হবে। উত্তর প্রদেশের কৃষি বিভাগের এক কর্মকর্তা অনুমতি না নিয়ে দ্বিতীয় বিয়ে করার কারণে তাকে চাকরীচ্যুত করার বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় এলাহাবাদ হাইকোর্ট প্রমাণিত অসদাচরণের কারণে তার চাকরীচ্যুতর সিদ্ধান্তের পক্ষে রায় দেয়। পরে সেই মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ালে সর্বোচ্চ আদালতও তার বিরুদ্ধে রায় দেয়। দ্য ট্রিবিউন নামে ভারতের একটি সংবাদ মাধ্যমের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় ধর্মীয় কারণে একাধিক বিয়ের অনুমোদন রয়েছে। এর জেরে সরকারি অফিসে একাধিক বিয়ে করেছেন এমন কর্মকর্তাদের প্রথম স্ত্রীরা সন্তানদের নিয়ে অফিসে এসে অভিযোগ করার ঘটনাও বাড়তে থাকে। এমন অবস্থায় ২০১৯ সালে জম্মু ও কাশ্মীর সরকার একটি সার্কুলার জারি করে। যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, প্রশাসন বা সরকারের কোন কর্মচারী সরকারি অনুমোদন ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর এ ধরণের ঘটনা যাতে না ঘটে তা নিশ্চিত করতে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া হয়। এমনকি নারী কর্মীরাও আগের স্ত্রী রয়েছে এমন কোন পুরুষ সহকর্মীকে সরকারের অনুমোদন ছাড়া বিয়ে করতে পারবে না। এছাড়া জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি চাকরি বিধির ২২ ধারা অনুযায়ী, কোন সরকারি কর্মকর্তা যার স্ত্রী জীবিত আছেন তিনি সরকারের অনুমোদন ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। আর সরকারের অনুমোদন পেতে হলে তাকে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি দেখানোর নিয়ম রয়েছে। হিন্দুস্তান টাইমসের ২০১৫ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সেবছর ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তার এক রায়ে বলে যে, কোন মুসলিম সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারী তার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়া ছাড়া দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না। এমনটা করলে সে তার চাকরীর শর্ত ভেঙ্গেছে বলে গণ্য হবে এবং এই অপরাধে তাকে চাকরীচ্যুত পর্যন্ত করা যেতে পারে। একই সময়ে দ্য টেলিগ্রাফের এক প্রতিবেদনে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, একজন সরকারি কর্মচারী এক সাথে দুই স্ত্রী রাখতে পারবেন না যদি তার চাকরীর শর্তে এ ধরণের অনুমোদন না থাকে। এমনকি ওই ব্যক্তি মুসলিম হলেও নয়। এছাড়া ভারতে হিন্দুদের ক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিয়ে করাটা আইনত দণ্ডনীয়।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

রাঁচি শনিবার

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com

16:09:2023

বাংলাদেশ নিয়ে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে 'শক্ত ভাষায় প্রস্তাবের' অর্থ কী?

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করে ইউরোপীয় পার্লামেন্টে গৃহীত এক প্রস্তাবে অধিকার সম্পাদক আদিলুর রহমান খান ও পরিচালক এ এস এম নাসিরুদ্দিন এলানের কারাদণ্ডের নিন্দা জানিয়ে তাদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়েছে। 'বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি, বিশেষ করে অধিকারের মামলা' শীর্ষক ওই প্রস্তাবে বলা হয়েছে দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি হয়েছে। এছাড়া এই প্রস্তাবে মানবাধিকার ছাড়াও বাংলাদেশের গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রসঙ্গ এসেছে এবং অবাধ বাজার সুবিধা (ইবিএ) বাংলাদেশের জন্য অব্যাহত রাখা যৌক্তিক কীনা সেই প্রশ্নও তুলেছেন। এ সুবিধার অংশ হিসেবে জিএসপি বা শুল্কমুক্ত সুবিধা পায় বাংলাদেশের পণ্য।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক খাত এর বড় সুবিধাভোগী। ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (ইবিএ) নিয়ে এমন সময় প্রশ্ন তুললো যখন ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে বাংলাদেশের এই বাজার সুবিধা সম্প্রসারণের বিষয়ে আলোচনা চলছে বিশ্লেষকরা মনে করছেন, বিষয়টি বাংলাদেশ সঠিকভাবে মোকাবেলা করতে না পারলে বা ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাব বিবেচনায় নিয়ে ইউরোপীয় কমিশন কোন সিদ্ধান্ত নেয়ার দিকে অগ্রসর হলে সেটি বাংলাদেশের জন্য আশঙ্কার কারণ হতে পারে। ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী সাতটি পার্লামেন্টারি গ্রুপ 'অধিকার ও বাংলাদেশের মানবাধিকার ইস্যু'তে প্রস্তাবটি তুলেছিলেন।

কেরালার নিপাহ্ ভাইরাসকে কেন 'বাংলাদেশ ভ্যারিয়েন্ট' বলা হচ্ছে

কেরালা (এজেন্সী) ঃ দক্ষিণ ভারতের কেরালাতে নতুন করে নিপাহ্ ভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা নিশ্চিত হওয়ার পর ওই রাজ্যের সরকার সেটিকে বাংলাদেশ ভ্যারিয়েন্ট ভাইরাস বলে দাবি করেছে।

কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিনা জর্জ রাজ্যের বিধানসভায় একটি প্রশ্নের জবাবে এ তথ্য জানিয়েছেন, যদিও ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার বা তাদের সংস্থাগুলো এখনও সেটি নিশ্চিত করেনি।

পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি থেকে বিশেষজ্ঞদের দল ইতোমধ্যেই কেরালাতে গিয়ে পৌঁছেছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন। মোবাইল ল্যাবরেটরি স্থাপন করে ও বাদুড়দের ওপর জরিপ চালিয়ে তারা ভাইরাসটির প্রকৃতি ও ধরন নিশ্চিত করতে চাইছেন।

তবে কেরালা সরকার জানাচ্ছে এই দফায় তাদের রাজ্যে ভাইরাসের যে ধরন বা ভ্যারিয়েন্টটির প্রাদুর্ভাব দেখা যাচ্ছে সেটির সঙ্গে বাংলাদেশ ভ্যারিয়েন্টের মিল আছে বলেই সেটিকে ওই নামে শনাক্ত করা হচ্ছে।

কেরালার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বক্তব্য অনুযায়ী, এই বাংলাদেশ ভ্যারিয়েন্ট নিপাহ্ ভাইরাসের বৈশিষ্ট্য মূলত তিনটি।

প্রথমত, এটি মানুষ থেকে মানুষে ছড়ানোর ক্ষমতা রাখে।

দ্বিতীয়ত, এই ভ্যারিয়েন্টের সংক্রমণে মর্টালিটি রেট, অর্থাৎ আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার অত্যন্ত বেশি।

তৃতীয়ত, এটি কিন্তু তেমন সংক্রামক নয় - সুতরাং ইনফেকশন খুব একটা দ্রুত বেগে ছড়ায় না।

কেরালার থোনাক্কালে ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড ভাইরোলজি রাজ্যের নিপাহ্ আক্রান্ত কেসগুলো নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক

পরীক্ষা নিরীক্ষা ও টেস্টিং চালিয়েছে।

ওই সংস্থার প্রধান ই শ্রীকুমার এদিন জানান, আক্রান্ত এলাকায় কনট্যাক্ট ট্রেসিংয়ের কাজ চলছে, তবে বাংলাদেশ থেকে আগত কারও মাধ্যমে কেরালাতে ওই ভাইরাস ছড়িয়েছে সেটা কিন্তু বলা হচ্ছে না। ভাইরাসের ধরনটির সঙ্গে নিপাহ্'র বাংলাদেশ ভ্যারিয়েন্টের প্রচুর মিল আছে বলেই সেটিকে ওই নামে শনাক্ত করা হচ্ছে, বলছিলেন মি শ্রীকুমার।

কেরালায় গত পাঁচ বছরের মধ্যে এই নিয়ে চতুর্থবার নিপাহ্ ভাইরাসের সংক্রমণের ঘটনা ঘটল - যার মোকাবিলায় রাজ্য সরকার এবার শুরু থেকেই ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছে।

নিপাহ্ ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে কেরালার কোঝিকোড় জেলার সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে পুলিশ এখন কর্ডন অফ করে রেখেছে।

ওই এলাকাটিকে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করে সেখানে ব্যাঙ্ক, সরকারি অফিস কাছারি, স্কুল কলেজ, দোকানপাট সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। শুধুমাত্র নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আর ওষুধপত্র সরবরাহ অব্যাহত আছে।

এই সাতটি গ্রাম পঞ্চায়েত হল আতানচেরি, মারুথোনকারা, তিরুভাল্লুর, কুট্টিয়াডি, কায়াক্কোডি, ভিলিয়াপাল্লি ও কাভিলামপারা।

গত ৩০শে অগাস্ট এই এলাকারই একজন বাসিন্দা নিপাহ্ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন বলে এখন সন্দেহ করা হচ্ছে।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল ওই ব্যক্তি বোধহয় লিভার সিরোসিস -জনিত কোমর্বিডিটিতে মারা গেছেন। কিন্তু দিনকয়েক পরে তার ন'বছর বয়সী ছেলে নিপাহ্ ভাইরাসের সিম্পটম নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর ওই মৃত্যু নিয়েও সন্দেহ দানা বাঁধে।

ওই বাচ্চা ছেলেটি এখন আইসিইই তে ভর্তি আছে। তাদের পরিবারের আরও একজন সদস্যও নিপাহ্'তে আক্রান্ত হয়েছেন।

সব মিলিয়ে মঙ্গলবার পর্যন্ত রাজ্যে কম করে চারটি নিপাহ্ সংক্রমণের ঘটনা ঘটেছে বলে কেরালা সরকার নিশ্চিত করেছে, যার সবগুলোই কোঝিকোড় জেলায়। এর মধ্যে দুজন ব্যক্তি মারাও গেছেন।

কেরালাতে গত কয়েক বছর ধরেই নিপাহ্ ভাইরাসের সংক্রমণ ঘুরেফিরে আসার পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পিন্নারাই বিজয়নও স্বীকার করেছেন, পরিস্থিতি সত্যিই উদ্বেগজনক।

তবে তিনি সেই সঙ্গেই বলেছেন, আমি রাজ্যবাসীকে বলব প্যানিক করার বা আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার কোনও দরকার নেই। সরকার সব ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিচ্ছে।

নিপাহ্'র সংক্রমণ যাতে পাশের রাজ্যগুলোতেও ছড়িয়ে না পড়ে সে জন্য কেরালার প্রতিবেশী কর্নাটক ও তামিলনাড়ুও সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে।

কে নিশ্চিত করল বাংলাদেশ ভ্যারিয়েন্ট?

কেরালায় এবার নিপাহ্ ভাইরাসের যে ধরনটি ছড়িয়ে পড়েছে, সেটিকে বাংলাদেশ ভ্যারিয়েন্ট হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে মূলত দুটি প্রতিষ্ঠানের চালানো পরীক্ষার ভিত্তিতে - যে দুটোই রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

এই দুটো প্রতিষ্ঠান হল কোঝিকোড় মেডিক্যাল কলেজ এবং থোন্নাকালে অবস্থিত ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড ভাইরোলজি।

তবে রাজ্য সরকার নিজেরাই বিধানসভায় স্বীকার করেছে, এই দুটো প্রতিষ্ঠানের কারওরই নিপাহ্ সংক্রমণ যে হয়েছে - সেটা ঘোষণা করার এক্তিয়ার নেই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভিনা জর্জ জানিয়েছেন, আমাদের এই দুটো প্রতিষ্ঠানেরই নিপাহ্ কেস পরীক্ষা করার মতো উপযুক্ত ল্যাব ও সামর্থ্য আছে - তবে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের নিপাহ্ কনফার্ম করার ক্ষমতা এখনো দেয়নি।

ভারত সরকারের নিয়ম অনুসারে, দেশের কোনও এলাকায় নিপাহ্ (বা ওই জাতীয় কোনও ভাইরাস) সংক্রমণ হয়েছে, সেটা ঘোষণা করার এক্তিয়ার আছে কেবলমাত্র পুনের ইনস্টিটিউট অব অ্যাডভান্সড ভাইরোলজির - যেটি একটি কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিষ্ঠান।

পুনের ওই ইনস্টিটিউট থেকে বিশেষজ্ঞদের একটি দল ইতোমধ্যেই কোঝিকোড়ে পৌঁছে গেছেন এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেছেন।

এছাড়া তামিলনাড়ু থেকেও একদল এপিডেমিওলজিস্ট বা মহামারি বিশেষজ্ঞকেও কেরালাতে পাঠানো হয়েছে।

ভারতে পর্যবেক্ষকদের অনেকেই মনে করছেন, কেরালা সরকার তাদের রাজ্যে প্রাদুর্ভাব হওয়া নিপাহ্ ভাইরাসের ভ্যারিয়েন্ট পর্যন্ত বিধানসভায় ঘোষণা করে দেওয়ার আগে এই বিশেষজ্ঞদের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করলেই ভাল করতেন।

'মৃত্যুর চেয়ে ভয়াবহ' পরিস্থিতি, লিবিয়ার মানুষের মুখে ভয়ংকর সে রাতের বর্ণনা

লিবিয়া (এজেন্সী) ঃ খারাপ কিছু হতে যাচ্ছে এমন সম্ভাবনার প্রকাশ পায় সাধারণত কুকুরের চিৎকার থেকে। আর এটা ছিল রাত প্রায় আড়াইটা এবং বাইরে অন্ধকার। লিবিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় শহর ডেরনার ৩১ বছর বয়সী হিসাবরক্ষক হুসাম আব্দেলগাউই কুকুরের ডাকে জেগে ওঠেন ও ঘুম চোখেই নীচে নেমে দেখেন তার পায়ের নীচে জল।

একই ঘরের এক অংশে হুসাম এবং অন্য অংশে তার ছোট ভাই ইব্রাহিম থাকেন। তিনি সামনের ঘরের দরজা খোলা মাত্রই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে পড়ে বন্যার জল। দুই ভাই দৌড়ে ঘরের পেছনের দিকে যান। সেখানে গিয়ে তারা অবিশ্বাস্য পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, যা তাদের কাছে ছিল 'মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ'।

আল কুব্বাহ শহর থেকে ফোনে এভাবেই পরিস্থিতির বর্ণনা দিয়েছেন তিনি।

শিশু ও নারীরা আমাদের পাশ দিয়ে ভেসে যাচ্ছিল। গাড়ি এবং পুরো ঘর বিদ্যুতায়িত হয়ে পড়েছিল। কিছু মৃতদেহ জলেতে ভাসতে ভাসতে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল।

হুসাম ও ইব্রাহিমক জলের তোড়ে ভেসে যায়। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তারা প্রায় দেড়শ মিটার দূরে চলে যায়।

২৮ বছর বয়সী ইব্রাহিম বিদ্যুতের ভাসমান তার ধরে একটি খাম্বার কাছে দাঁড়াতে সক্ষম হন, যেখানে তার ভাইও আটকা পড়েছিল।

ওই তারকে রশির মতো ব্যবহার করে তারা পার্শ্ববর্তী একটি ভবনের দিকে এগুতে থাকেন এবং তৃতীয় তলার জানালা দিয়ে ঢুকে পড়েন। এরপর পাঁচতলার ছাদে গিয়ে আশ্রয় নেন।

আমরা যেখানে ছিলাম সেটি শহরের অন্য এলাকাগুলোর চেয়ে উঁচু এলাকা, হুসাম বলছিলেন। নীচু এলাকাগুলোতে আমার মনে হয় না ৫ – ৬ তলা পর্যন্ত কেউ বেঁচে ছিল। মনে হয় সবাই মারা গেছে। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করুন। জাতিসংঘে লিবিয়ার দূত জানিয়েছেন, কমপক্ষে ছয় হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে এবং নিখোঁজ আছে আরও কয়েক হাজার।

লিবিয়ায় রেড ক্রিসেন্টের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, মারা গেছে প্রায় ১০ হাজারের মতো মানুষ। অন্যদিকে ডেরনার মেয়র দাবি করেছেন যে সম্ভবত ২০ হাজার মানুষ প্রাণ হারিয়েছে।

ডেরনার বাইরের অংশে দুই বাঁধ ধ্বসে বন্যার পানি শহরে ঢুকে পড়ায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ডেরনা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং মাঝের সবকিছু বিলীন হয়ে গেছে, বলছিলেন ১৮ বছর বয়সী শিক্ষার্থী রাহমা বেন খায়াল। তিনি একটি ভবনের ছাদে আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাঝে যত মানুষ ছিল সবাই মারা গেছে, বলছিলেন তিনি। যে জলস্রোতে সব ভেসে গেছে তার সূচনা হয়েছিল দিনের শুরুতে হালকা বৃষ্টির মাধ্যমে। শুরুতে এটা কোন ভয়ের বিষয় ছিল না বলে জানিয়েছেন ২৩ বছর বয়সী মেডিকেল শিক্ষার্থী আমনা আল আমিন। তিনি ছোট তিন ভাই বোনের অভিভাবক। কারণ তাদের বাবা মা আগেই মারা গেছেন।

বাইরে যখন বৃষ্টি হচ্ছিল চার ভাই বোন একটি সাত তলা ভবনের দ্বিতীয় তলায় ছিলেন। তারা গেমস খেলছিলেন কিংবা ফোন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তারা তাদের ছোট ভাইকে একটি লাইফ ভেস্ট পড়িয়ে হাস্যরস করছিলেন।

কিন্তু রোববার রাত নাগাদ ভারী বৃষ্টিপাত শুরু হল। সাইরেন বাজছিলো। তারা আর ঘুমাতে পারছিলেন না। এটা শুরু হলো রাত আড়াইটা নাগাদ। হৈ চৈ জোরালো হলো। আমার ভাই বললো সে রাস্তায় পানি দেখতে পাচ্ছে, ফোনে দেয়া সাক্ষাতকারে বলছিলেন আমনা।

জল যখন বাড়ছিল তখন প্রতিবেশীরা উপরের দিকে উঠে আসছিলেন। বিড়াল, পাসপোর্টসহ দরকারি কিছু জিনিসপত্র নিয়ে তারাও ভবনের তৃতীয় তলায় উঠে আসেন। লোকজন বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করছিল। এক পর্যায়ে জল তৃতীয় তলা পর্যন্ত চলে আসে।

এরপর সবাই চিৎকার শুরু করল। আমরা পাঁচ তলায় উঠে আসলাম। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় নিতে

হলো সপ্তম তলায়।

সবার মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হল। আমি কয়েক মিনিটের জন্য ছোট ভাইকে হারিয়ে ফেলি। পরে অবশ্য খুঁজে পাই। মনে হচ্ছিল সাত তলাতেও থাকতে পারব না। ছাদে যেতে হবে।

সেখান থেকেই পাশের একটি তিন তলা ভবন দেখতে পাচ্ছিলেন তারা। সেই ভবনের ছাদ থেকে টর্চ মেরে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছিল একটি পরিবার। কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুরো ভবনটি জলেতে ধ্বসে যায়।

এটা ভূমিকম্পের মতো মনে হচ্ছিল। পরিবারটিকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাদের ছেলে সন্ধান করছে। আমরা তাকে বলেছি যে আমরা তাদের ভবনটি চোখের সামনে ধ্বসে যেতে দেখেছি, আমনা বলছিলেন। আমনার নিজের পরিবারেরও কয়েকজন এখনো নিখোঁজ। তার চাচার পরিবার তিন সন্তানসহ যে ভবনে বাস করতেন সেটি ধ্বসে পড়েছে।

রাত নয়টার দিকে আমাদের শেষ বারের মতো কথা হয়েছে। তিনি কল দিয়ে নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন যে আমরা ঠিক আছি। এরপর থেকে তার কাছ থেকে আর কিছু আমরা শুনিনি। বন্যার জল কমে আসলে আমনা তিন ভাইকে নিয়ে ওই ভবন থেকে সরে আসতে সক্ষম হন। তাদের পুরো রাস্তা বিলীন হয়ে গেছে। মনে হচ্ছিল পৃথিবী ভাগ হয়ে গেছে। থেকে গেছে একটি অতল গহবর, বলেন আমনা। তার পরিচিত একজন প্রতিবেশী পা পিছলে জলেতে পড়েছিলেন। এরপর তাকে আর পাওয়া যায়নি। তার স্বামী ও সন্তানরা তাকে বাঁচাতে পারেনি। পরে উঁচু এলাকায় যেতে আমনা ও তার ভাইদের কয়েক ঘণ্টা হাঁটতে হয়েছে। পথে দেখেছেন অনেক মৃতদেহ। মৃতের সংখ্যা বেড়ে গেছে ব্যাপকভাবে। হুসাম আব্দেলগাউই বলেছেন, তার অন্তত ৩০ জন বন্ধু এবং পরিচিত আরও অন্তত ২০০ জন মারা গেছে।আমি যে বেঁচে আছি এটাই বিস্ময়কর, বলেন হুসাম আব্দেলগাউই।

ডেরনা শহরের যে ক্ষতি হয়েছে সেটিও ভয়াবহ। পুরো এলাকাটি ধ্বংস হয়ে গেছে।

'জনগণকে শায়েস্তা করার আইনের দরকারই নেই, এ আইন আমরা চাই না'

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ বাংলাদেশে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট (ডিএসএ) পরিবর্তন করে জাতীয় সংসদে 'সাইবার নিরাপত্তা আইন' নামে নতুন যে আইন পাশ হয়েছে, সেখানে পুলিশকে বিনা পরোয়ানায় তল্লাশি ও গ্রেফতারের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। ফলে নতুন এই আইনের মাধ্যমেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের সুযোগ রয়ে গেছে বলে মনে করেন পর্যবেক্ষকরা।

একই সাথে এ আইনের মাধ্যমে ডিজিটাল মাধ্যম থেকে তথ্য উপাত্ত অপসারণ বা ব্লক করার জন্য পদক্ষেপ নেয়ার ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে।

তবে আগের আইনে থাকা অফিসিয়াল সিক্রেটস অ্যাক্ট নতুন আইনে রাখা হয়নি। এছাড়া কিছু ক্ষেত্রে সাজার পরিমাণ কমানো হয়েছে। পাশাপাশি হ্যাকিং সংক্রান্ত বিষয়টি আগের আইনে ছিল না, যা এবার নতুন করে সংযোজন করা হয়েছে।

এর বাইরে নতুন করে সংযোজিত গুরুত্বপূর্ণ বিধান হল - কেউ মিথ্যা মামলা বা অভিযোগ দায়ের করলে সেটিকে অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে শাস্তির বিধান করা হয়েছে।

এছাড়া আগের আইনে অজামিনযোগ্য ধারা ছিলো চৌদ্দটি। কিন্তু নতুন আইনে সেটি কমিয়ে চারটি করা হয়েছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, আইনটি সংশোধন করে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কয়েক মাস সময় ব্যয় করা হলেও খুব বেশি পরিবর্তন আসেনি বরং ভীতি সৃষ্টির মতো ধারাগুলো আইনে রয়েই গেছে।

কয়েকটি বিষয়ে সাজার ক্ষেত্রে পরিবর্তন এলেও নতুন আইনেও নিবর্তনমূলক উপাদানগুলো রয়েই গেছে, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ বা টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।

তার মতে আগের মতোই বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমতের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা 'ব্যাপকভাবে খর্ব' করার সুযোগ নতুন আইনেও রাখা হয়েছে।

তবে তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক নতুন আইনটিকে 'অনেক বেশি উদার ও ভবিষ্যতমুখী' হিসেবে বর্ণনা করছেন।

আগে যেসব ধারা নিয়ে সমালোচনা হয়েছে সেগুলোর সবগুলোকেই জামিনযোগ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি কেউ যাতে মিথ্যা মামলা না করতে পারে সেজন্য নতুন বিধান সংযোজন করেছি নতুন আইনে। ফলে নতুন আইন অপব্যবহারের কোনো সুযোগ থাকবে না, বলছিলেন তিনি।

বাংলাদেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে গত কয়েক বছরে সাংবাদিক, রাজনীতিক, শিল্পী, অভিনেতা, চলচ্চিত্র পরিচালক, গার্মেন্টসকর্মী থেকে শিক্ষক ছাত্র পর্যন্ত আসামী হয়ে জেল খেটেছেন। সে আইন নিয়ে বিতর্ক এবং উদ্বেগের মূল কারণ হিসেবে বলা হচ্ছিল যে এতে বেশকিছু ধারার মাধ্যমে 'যথেচ্ছ হয়রানির' সুযোগ রয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী বলছেন, শুধুমাত্র জাতীয় নিরাপত্তা আর সাইবার অপরাধের সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত চারটি ধারাকে অজামিনযোগ্য রাখা হয়েছে নতুন আইনে। আমি আশা করি আইনটি নিয়ে এখন আর কোন সমালোচনার জায়গা নেই। যদিও ড. ইফতেখারুজ্জামান বলছেন, সাইবার সিস্টেমের নিরাপত্তার কথা বলেও ভিন্নমতকে বাধা দেয়ার সুযোগ তৈরি করা হতে পারে। আসলে আগের আইনে ভয়ের যে উপাদান ছিলো এখানেও সেটা রেখে দেয়া হয়েছে, বলছিলেন তিনি।

তথ্য ও মত প্রকাশের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন 'আর্টিকেল নাইনটিন' প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে। সংগঠনটির দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক ফারুখ ফয়সল বলেছেন, আইনটির শুধু নাম পরিবর্তন হয়েছে, গুগত কোন পরিবর্তন এর হয়নি।

যে নামেই হোক দরকার হলো জনগণকে সুরক্ষা দেয়ার আইন। জনগণকে শায়েস্তা করার আইনের দরকারই নেই। আইনটির অপব্যবহারের সুযোগ আগের মতোই আছে, যে কারণে এ আইন আমরা চাই না, বলছিলেন তিনি।

নতুন আইনে যে ধারার কারণে উদ্বেগ রয়ে গেছে তা হলো - কোনো ওয়েবসাইট বা ইলেকট্রনিক বিন্যাসে মানহানিকর তথ্য প্রচার করলে তা হবে অপরাধ। এর সাজা হবে ২৫ লাখ টাকা জরিমানা। বিলে বলা হয়েছে , কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইট বা ডিজিটাল মাধ্যমে কিছু প্রকাশ করেন যা বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শত্রুতা, ঘৃণা, বিদ্বেষ সৃষ্টি বা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করে বা অস্থিরতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে বা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটায় বা ঘটানোর উপক্রম হয়, তাহলে তা হবে অপরাধ। এ ছাড়া ৩০ ধারায় আইন বহির্ভূতভাবে 'ই ট্রানজেকশন' (ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে লেনদেন) সংক্রান্ত অপরাধ ও সাজার কথা বলা আছে।